

کیف تخطط لآخرتك

পরকাল প্রস্তুতি

শাইখ খালিদ আল-ভুসাইনান রহ.



হাসান মাসরুর অনূদিত

যেখানে পরকালের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ঠিক রাখতে
দুনিয়ার স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়ার কথা,
সেখানে আজ মানুষ দুনিয়ার অধিক
ধনসম্পদের জন্য পরকালের আমল ছেড়ে
দিচ্ছে। যেখানে প্রয়োজন ছিল
ফরয-ওয়াজিব-সুন্নাত সব ঠিক রেখে আরও
অধিক পরিমাণে নফল আমল করে পরকালের
প্রস্তুতি গ্রহণের, সেখানে দুনিয়ার মগ্নতায়
অনেকের ফরয আমলও যথাযথভাবে আদায়
করার সুযোগ হয় না। আরও আশ্চর্যের
ব্যাপার হলো, আজ দুনিয়ার জন্যই মানুষ
দুনিয়া হারাচ্ছে। ডলার-ইউরোর দেশে পাড়ি
জমানোর জন্য অবৈধভাবে সমুদ্র পথে মৃত্যুর
ঝুঁকি পর্যন্ত নিচ্ছে। তাদের কেউ হয়তো বহু
কষ্টে তীরে ভিড়তে পারছে আর কেউ সমুদ্রের
মাঝেই ডুবে মরছে। কীসের জন্য? শ্রেফ
দুনিয়া কামানোর জন্য? কিন্তু কয়জন আছে,
পরকালের জন্য এমন কঠিন ত্যাগ স্বীকার
করতে প্রস্তুত? বস্তুত, পরকালের সঞ্চয়ই
প্রকৃত সঞ্চয়। প্রিয় পাঠক, শাইখ খালিদ আল
হুসাইনান রহ. এর 'কাইফা তুখাতিতু
লি-আখিরাতিক' যার বাংলা অনুবাদ আমরা
প্রকাশ করেছি 'পরকালের প্রস্তুতি' নামে—
বইটি পড়ুন; একবার নয়, কয়েকবার পড়ুন।
ইন শা আল্লাহ, আপনার হৃদয়ে পরকালের
প্রস্তুতি গ্রহণের আগ্রহ জাগবে এবং আপনি
এতে পাবেন পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণের
বেশকিছু উপায়...

- মুফতী ইউনুস মাহবুব

পরকালের প্রস্তুতি

পরকালের প্রস্তুতি

শাইখ খালিদ আল-হুসাইনান রহ.



RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

বই

মূল

অনুবাদ ও সম্পাদনা

প্রকাশক

পরকালের প্রস্তুতি

শাইখ খালিদ আল-হুসাইনান রহ.

হাসান মাসরুর

মুফতী ইউনুস মাহবুব

পরকালের প্রস্তুতি
শাইখ খালিদ আল-হুসাইনান রহ.
গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
সফর ১৪৪০ হিজরী / অক্টোবর ২০১৮ ইসায়ী

প্রাপ্তিস্থান
খিদমাহ শপ.কম
ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮০ ১৯৩৯-৭৭৩৩৫৪

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ১১৫.০০ টাকা

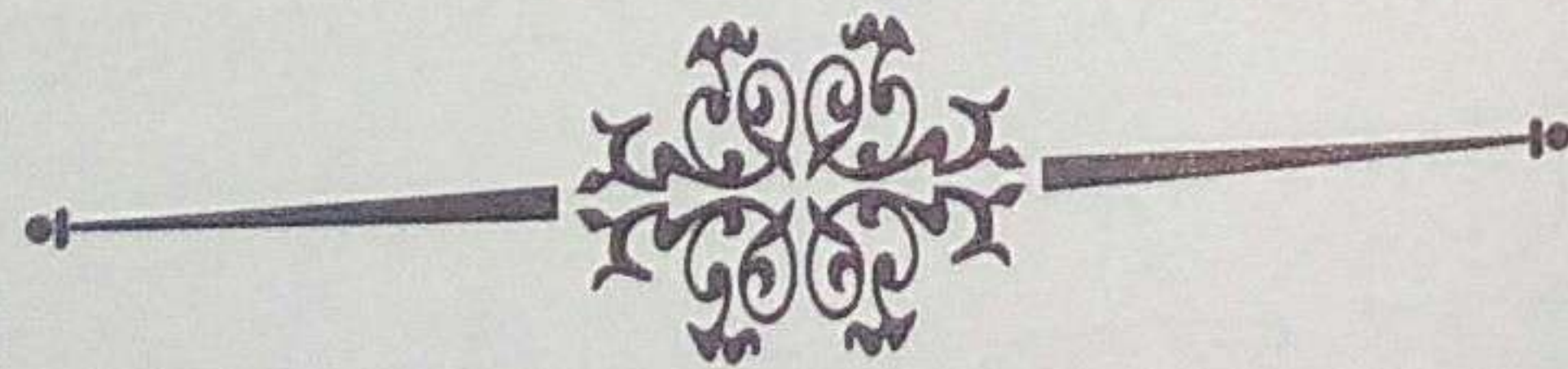


রুহামা পাবলিকেশন
দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhama.shop

সূচিপত্র

অবতরণিকা	০৭
পরকালের প্রস্তুতি	১১
০১. আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হওয়া	১১
ক. ইবাদত দিয়েই যেন হয় দিনের শুরু	১২
খ. ফজরের নামাজের পর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা	১৩
গ. প্রতিদিন বিরাট প্রতিদান অর্জন	১৪
০২. কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করা	২৪
০৩. শরয়ী জ্ঞানার্জন করা	২৭
০৪. আরেফ বিল্লাহ হওয়া বা আল্লাহর পরিচয় জানা	৩০
আল্লাহর পরিচয় লাভের উপায়	৩১
আল্লাহর পরিচয় জানার কয়েকটি কিতাব	৩১
০৫. আমলের ফযীলত সম্পর্কে জানা ও আমল করা	৩২
নেক আমলে প্রতিযোগিতা	৩৩
আপনি কীভাবে জান্নাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হবেন?	৩৪
উৎসাহ প্রদায়ক কয়েকটি কিতাব	৩৪
কতিপয় বিরাট ফযীলতপূর্ণ আমলের বর্ণনা	৩৫
• প্রথম উদাহরণ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ বলা	৩৫
• দ্বিতীয় উদাহরণ: জামাতের পাবন্দি করা	৩৯
• তৃতীয় উদাহরণ: পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া	৪২
০৬. দৈনন্দিনের সুন্নাহসমূহ যত্নসহকারে পালন করা	৪৭
প্রতি মাসে জান্নাতের এক লাখ গাছের মালিক হোন	৪৭
০৭. কিছুটা সময় রবের স্মরণে একান্ত আলাপনে কাটানো	৪৯
০৮. প্রত্যেক বাগান থেকে ফল সংগ্রহ করা	৫৪
কল্যাণের কতিপয় পথ নির্দেশ	৫৫
আবু বকর রাযি. সকল কল্যাণের কাজ একত্রিত করেছেন	৫৬

আল্লাহকে পাওয়ার প্রতিটি পথ অবলম্বন করি	৫৭
ইমানি পরিবেশে থাকা	৬০
০৯. দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক কমানো	৬৩
১০. দুআ করা	৬৭
১১. সালাফে সালাহীনের জীবনী গড়া	৬৯
১২. আখিরাত ও তার ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা করা	৭১
আয়াতগুলো নিয়ে একটু ভেবে দেখি	৭২
জাহান্নামের সবচেয়ে সহজ আযাব	৭৪
জাহান্নামের গভীরতা	৭৫
জাহান্নামের আযাবের ভয়াবহতা	৭৬
আদম সন্তানের বিষয়টা সত্যিই আশ্চর্যজনক	৭৭
জান্নাতের নেয়ামতের ঝলক পরিমাণও কারও কল্পনায় আসেনি	৭৮
জান্নাতবাসীদের সৌন্দর্য সবকিছুর মধ্যেই রয়েছে	৭৮
জান্নাতের তাঁবু	৭৯
জান্নাতের গাছপালা	৮০
জান্নাতের নেয়ামতের বর্ণনা	৮০
জান্নাতের সবচেয়ে বড় নেয়ামত	৮১
পরামর্শ রইল আপনার প্রতি	৮১
পরিশিষ্ট	৮৩



অবতরণিকা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

মাখলুক তার খালিকের, বান্দা তার প্রভুর সাথে মিলিত হওয়ার সময়টিই পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ও মধুর সময়। এ মুহূর্ত এ সময় সর্বাধিক মনোহর। এ সময় বান্দা অনুভব করে তার প্রভুর নৈকট্য। প্রভুর একান্ত আলাপনে উপভোগ করে এক ঐশ্বরিক স্বাদ।

জনৈক পুণ্যবান ব্যক্তি বলেন, দুনিয়ার মিসকীন তারাই, যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিল; অথচ দুনিয়ার সবচেয়ে পবিত্র ও মনোমুগ্ধকর বিষয়টির উপভোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, দুনিয়ার সবচেয়ে পবিত্র ও মনোমুগ্ধকর বিষয়টি কী?

তিনি উত্তর দিলেন, **ذكر الله** (আল্লাহর স্মরণ)

মানুষ এই দুনিয়াতে যত কিছুই মালিক হোক না কেন। হোক না তার যত বড় পদ-পদবি কিংবা টাকা-পয়সা, জায়গা-জমিনের বিশাল-বিরিট অঙ্ক। বড় বড় ঘর-বাড়ি, প্রাসাদ-অট্টালিকা। তার আনন্দ উপভোগের যত সামগ্রীই থাকুক। যদি সে আল্লাহ থেকে দূরে থাকে, তাহলে সে হতভাগা; সে সর্বদা দুঃখ-দুর্দশা ও চিন্তা-পেরেশানিতে জর্জরিত। সবকিছু থেকেও যেন কিছুই নেই তার।

প্রকৃত ভবিষ্যতের চিন্তায় কখনো কি ভেবে দেখেছেন- আল্লাহর আনুগত্য, পরকালের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে কীভাবে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগানো যায়?

* কে সৌভাগ্যবান ও তাওফীকপ্রাপ্ত বান্দা?

সৌভাগ্যবান ও তাওফীকপ্রাপ্ত বান্দা তো তারাই, যারা জীবনের প্রতিটি

মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে পরকালের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করে। পিঁপড়া যেমন শীতকালের দুর্ভোগ থেকে বাঁচার জন্য গ্রীষ্মকালেই খাবার ও পাথেয় সংগ্রহ করে রাখে। মুমিন বান্দাও ঠিক তেমনি পরকালের কঠিন দুর্ভোগ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে থাকতেই আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের মাধ্যমে নেক আমল সংগ্রহ করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন-

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا - وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

“বস্তুত তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।”^১

এক আবেদকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আর কত এভাবে নিজেকে কষ্ট দেবেন?

উত্তরে তিনি বললেন, নিজের সুখ-শান্তিই তো তালাশ করছি!

চিন্তা করে দেখুন, কীভাবে তিনি পরকালের দুর্ভোগ থেকে বাঁচার জন্য দুনিয়ার কষ্টকে তুচ্ছ মনে করেছেন! দুনিয়ার উপভোগকে বাদ দিয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন আখিরাতের উপভোগকে!

সুফইয়ান সাওরী রহ. বলেন, রাবী ইবনে খুসাইম রহ. কে বলা হলো, একটু যদি নিজেকে আরাম দিতেন।

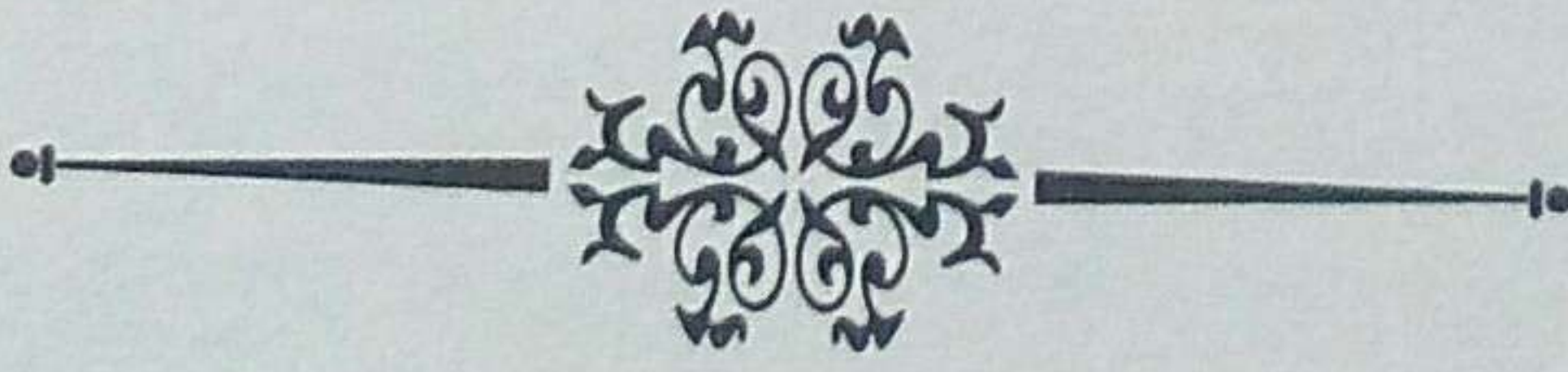
তিনি বললেন, আরামের জন্যই তো কষ্ট করছি।

একবার চিন্তা করে দেখি- কীভাবে রাবী রহ. আখিরাতের প্রশান্তিকে দুনিয়ার প্রশান্তির ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন! আখিরাতের প্রশান্তির জন্য দুনিয়ার কষ্টকে সানন্দে গ্রহণ করে নিয়েছেন!

প্রিয় ভাই, আমরা এই ধ্বংসশীল দুনিয়ার জন্য, পার্থিব জীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য কত পরিশ্রমই না করি। আরামের ঘুম হারাম করে নিঘুম কত রাত কাটাই। ঘর-বাড়ি ছেড়ে বিদেশে কাটাই প্রবাস

জীবন। ক্লান্তি-শ্রান্তি সহ্য করে সফর করি দূর-দূরান্তে। মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করি। এসবই করি ক্ষণিকের এ তুচ্ছ দুনিয়ার জীবনের জন্য। দুনিয়ার স্বল্প সময়ের জন্য এত পরিশ্রম ও এত কষ্ট করি! অথচ আমাদের প্রকৃত ভবিষ্যৎ চিরস্থায়ী জীবনের আসল সুখ-শান্তির জন্য আমরা কতটুকু কষ্ট-পরিশ্রম করি? আমরা কি আমাদের সময়কে যথার্থরূপে ব্যবহার করি? জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে পরকালের ভবিষ্যতের কথা ভাবি?

দুনিয়ার ধনসম্পদ উপার্জনের সকল কৌশল আমাদের করায়ত্তে। কিন্তু পরকালের পুণ্য ও নেকি অর্জনের কৌশলগুলো কি আমাদের জানা আছে?



পরকালের প্রস্তুতি

পার্থিব উন্নতির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা সাজানোর পেছনে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয় করি। কীভাবে বাড়ি বানাব! কীভাবে গাড়ি কিনব! বিয়ের জন্য পাত্রী বাছাই পর্বেও চলে কত পরিকল্পনা— কীভাবে পছন্দের মেয়েটিকে পাব জীবনসঙ্গিনীরূপে! কীভাবে ব্যবসায় লাভবান হয়ে আরও ধন-সম্পদ বাড়াব! এভাবে নানান কাজে নানান রকম পরিকল্পনা আমরা করি। নিজে না জানলে শরণাপন্ন হই অন্যের কাছে।

পার্থিব বিষয় নিয়েই সারাক্ষণ চিন্তায় ডুবে থাকে, দুনিয়া নিয়ে মাথা কুটে কুটে মরে— আমাদের চারপাশে এমন লোকের সংখ্যা অসংখ্য-অগণিত। কী করে এক টাকাকে দুই টাকা বানানো যায়? একটা বাড়িতে হয় নাকি? কীভাবে আরেকটা বাড়ি নির্মাণ করা যায়? এককথায় দুনিয়ার প্রতিটি বিষয়ে কীভাবে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করা যায়? এসবই তাদের মাথায় সব সময় ঘুরঘুর করে।

কিন্তু পরকাল নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। চিন্তা-ফিকির করার সময়ও নেই। আখিরাতের কামিয়াবি অর্জনের জন্য নেই কোনো পরিকল্পনা। কীভাবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারব, কীভাবে জান্নাতের এক স্তর থেকে আরও উন্নত স্তরে পৌঁছতে পারব— এসব চিন্তা তাদের ভাবনার আওতায় পড়ার যোগ্যতা রাখে না! পার্থিব জীবনকে সাজানোর জন্যই আমাদের এত শত পরিকল্পনা। কিন্তু আমাদের পরকালের পরিকল্পনা? পরকালের প্রস্তুতি?

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। পরকালের উত্তম প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার জন্য এখানে কিছু দিক-নির্দেশনা প্রদান করছি।

০১. আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকা

আল্লাহ তাআলার অধিক ইবাদত মুমিনকে শক্তিশালী করে তোলে। তার মধ্যে দৃঢ়তা সৃষ্টি করে। তাকে সিদ্ধ করে স্থিরতা ও আত্মিক প্রশান্তির শ্রোতধারায়। ইবাদতের মাধ্যমে যদি না হয়, তবে আর কীসের মাধ্যমে হবে পরকালের প্রস্তুতি!

ক. ইবাদত দিয়েই যেন হয় দিনের শুরু

দিনের শুরুটা যেন আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের মাধ্যমে হয়। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে প্রথমে ঘুমের দুআ পড়বে—

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দেওয়ার পর আবার জীবিত করেছেন। এবং আমরা তাঁরই নিকট পুনরুত্থিত হবো।”

এরপর ওয়ু করে সময়মতো মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করবে। এর ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আবু মূসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

“যে মুমিন দুই শীতলতার সময়কার নামাজ (ফজর ও আসর) আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”^২

উসমান ইবনে আফফান রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন—

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ

“যে ব্যক্তি ইশার নামাজ জামাতে আদায় করল, যেন সে অর্ধরাত নামাজে কাটাল। আর যে ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করল, সে যেন পূর্ণ রাত নামাজ পড়ল।”^৩

২. সহীহ বুখারী: ৫৭৪; সহীহ মুসলিম: ৬৩৫

৩. সহীহ মুসলিম: ৬৫৬

সহীহ মুসলিমের অপর এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا يَطْلُبُكَ اللَّهُ مِنْ
ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، يُدْرِكُهُ، ثُمَّ يَكُوبُهُ
عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

“যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ আদায় করবে, সে আল্লাহ তাআলার জিম্মায়^৪ থাকবে। কেউ যেন আল্লাহর জিম্মায় হস্তক্ষেপ না করে। কেননা, যে-ই তাঁর জিম্মায় হস্তক্ষেপ করবে, তিনি তাকে পাকড়াও করে উপড় করে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।”^৫

খ. ফজরের নামাজের পর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা

এটি অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ একটি সুন্নাত। কিন্তু বর্তমানে বেশিরভাগ মানুষই এই সুন্নাত ছেড়ে দিয়েছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিয়ম ছিল— তিনি ফজরের নামাজের পর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত আপন স্থানে বসে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ،
ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ: “تَامَّةٌ، تَامَّةٌ، تَامَّةٌ”

“যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করার পর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত বসে থেকে আল্লাহ তাআলার যিকির করে; অতঃপর দুই রাকাত নামাজ আদায় করে; তার জন্য একটি হজ ও উমরার সাওয়াব রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ

৪. আল্লাহর দায়িত্ব ও তত্ত্বাবধানে থাকবে।

৫. সহীহ মুসলিম: ৬৫৭

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন تَامَّةً، تَامَّةً، تَامَّةً অর্থাৎ পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ (তাকে হজ্জ ও উমরার পূর্ণ সাওয়াব দেওয়া হবে।)”^৬

গ. প্রতিদিন বিরাট প্রতিদান অর্জন

প্রতিদান অর্জনে অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে থাকবেন না; বরং এ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় অংশ নিন। হাদীসে অনেক যিকিরের উল্লেখ আছে। রয়েছে এগুলোর স্বতন্ত্র প্রতিদান। এ সকল যিকির আদায় করে নিজেকে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করুন। উত্তম প্রতিদান ও ফলাফলের অধিকারী হোন। এখানে (সহজ) কিছু যিকির তুলে ধরছি।

এক. ধরুন, আপনি প্রতিদিন لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ১০০ বার পাঠ করলেন। তবে মাস শেষে আপনার আমলনামায় জমা হবে তিন হাজার জান্নাতি ধনভাগ্য। (আর যতই আপনি পাঠ করার পরিমাণ বাড়াবেন, ততই ধনভাগ্য বাড়তে থাকবে।)

- আবু মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন- لَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ “আমি কী তোমাকে জান্নাতের ধনভান্ডারসমূহ থেকে একটি ধনভান্ডার লাভের পদ্ধতি বলে দেবো না?” আমি বললাম, অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি ইরশাদ করলেন, “(তা হলো) لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ পাঠ করা।”^৭

- আপনি কী জানেন, জান্নাতের ধনভান্ডার কেমন হয়? তবে শুনে নিন, তা এমন- কোনো চোখ যার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেনি, কোনো কান যার বর্ণনা শুনেনি, কোনো মানব হৃদয়ে যার কল্পনা কখনো উদ্ভিতও হয়নি- এমন অকল্পনীয় ও অভিনব সে ধনভান্ডার!

৬. সুনানে তিরমিযী: ৫৮৬, ৭১০

৭. সহীহ বুখারী: ৪২০৫ ও সহীহ মুসলিম: ২৭০৪

- তা ছাড়া এটি পাঠ করলে মানুষ শক্তি ও সংকল্পে দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হয়, তার থেকে অলসতা ও অক্ষমতা দূর হয়ে যায়।

দুই. প্রতিদিন ১০০ বার **سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ** পাঠ করুন। তাহলে আপনার আমলনামায় মাসে জান্নাতে বারো হাজার গাছ প্রাপ্তি যুক্ত হবে। কেননা, এর প্রত্যেকটি শব্দ যিকির করার মাধ্যমে আপনার জন্য জান্নাতে একটি গাছ রোপিত হবে। তাই যত বেশিই যিকির করবেন, গাছের সংখ্যাও তদনুযায়ী বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

- আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

لَقِيتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ، وَأَنَّهَا قِيَعَانٌ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

“আমি ইবরাহীম আ.-এর সাথে মেরাজের রাতে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি বললেন— হে মুহাম্মাদ, আমার পক্ষ থেকে আপনার উম্মতের নিকট সালাম জানাবেন। তাদেরকে জানিয়ে দেবেন, জান্নাত উত্তম মাটির আবাস, মিষ্ট পানির আধার। তবে তা সমতল ভূমি; তাতে গাছ রোপণকারী হলো— **سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ**।”^৮

তিন. আপনি যদি দিনে ১০০ বার **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ** পড়েন, তবে মাস শেষে আপনার আমলনামায় ৬০০০ জান্নাতি গাছ জমা হবে।

- জাবের রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন—

৮. সুনানে তিরমিযী: ৩৪৬২। তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ

“যে ব্যক্তি **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ** পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপণ করা হবে।”^৯

- আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

“দুটি কালিমা এমন যা উচ্চারণে হালকা, তবে ওজনে বেশ ভারী এবং দয়াময় আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয়। সে দুটি কালিমা হলো-
”^{১০} **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ**

- যদি আপনি প্রভুর প্রিয় হতে চান, যদি চান আখিরাতে আপনার পুণ্যের পাল্লা ভারী হোক। তবে, বেশি বেশি এ কালিমাগুলো পাঠ করুন।

চার. দৈনিক ১০০ বার **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ** পাঠ করুন। হাদীস শরীফে এর অনেক বড় ফযীলতের কথা বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

مَنْ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً

“যে ব্যক্তি মুমিন নর-নারীদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুমিন নর-নারীর সংখ্যার সমানুপাতে তার জন্য নেকি লিখে দেন।”^{১১}

৯. সুনানে তিরমিযী: ৩৪৬৪। তিরমিযী রহ. বলেন, হাদীসটি হাসান।

১০. সহীহ বুখারী: ৬৬৮২; সহীহ মুসলিম: ২৬৯৪

১১. মুসনাদে শামিয়ীন- তাবারানী: ৩/২৩৪

- এবার আপনি এ নেকিকে দশ দিয়ে গুণ করুন আর ভেবে দেখুন, একবার দুআ করার মাধ্যমে আপনি আদম আ. থেকে শুরু করে এ সময় পর্যন্ত কত মৃত-জীবিত মানুষের জন্য দুআ করলেন। আর আপনার জন্য লিখিত নেকের পরিমাণ সংখ্যায় কত অধিক!
- আল্লাহু আকবার। সে সৌভাগ্যবান কে? যিনি এ মহান কল্যাণের অধিকারী হবেন মাত্র কয়েক মুহূর্তের মাঝেই।
- এ দুআটি শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর দৈনন্দিন অযীফার অংশ ছিল। তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ইমাম ইবনুল কায্যিম রহ. বলতেন, ইবনে তাইমিয়া এ দুআর প্রতি অন্যদেরকে উৎসাহিত করতেন।
- সুতরাং, আপনিও এ দুআ করার ক্ষেত্রে আগ্রহী হোন। চাই সিজদায় হোক বা নামাজের বাইরে, সর্বদা এ দুআ পাঠ করতে থাকুন।

পাঁচ. দৈনিক ১০০ বার পাঠ করুন- **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ** - **وَأَتُوبُ إِلَيْهِ**।

- সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিক পরিমাণে **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ** পড়তেন। আয়েশা রাযি. বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি দেখছি, আপনি অধিক পরিমাণে **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ** **وَأَتُوبُ إِلَيْهِ** পাঠ করছেন, কিন্তু কেন? তিনি উত্তর করলেন, “আমার রব আমাকে জানিয়েছেন, অচিরেই আমাকে আমার উম্মতের মাঝে একটি চিহ্ন দেখানো হবে, যখন আমি তা দেখি, তখন যেন আমি অধিক পরিমাণে **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ** **وَأَتُوبُ إِلَيْهِ** পাঠ করি। এখন আমি তা দেখতে পেয়েছি, তাই এ বাক্যমালা পাঠ করছি। আর সে চিহ্নটি হচ্ছে-

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ - وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ ثَوَابًا

‘যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসায় পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল।’ আর সে বিজয় হচ্ছে, মক্কা বিজয়।”^{১২}

- এ যিকিরের মাঝে তিনটি বিষয় একত্রিত হয়েছে- তাসবীহ, তাহমীদ, ইস্তোগফার।

ছয়. صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ পাঠ করুন। যার মাধ্যমে আপনি সালাত ও সালাম দুটিই একত্রে আদায় করতে পারবেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“হে মুমিনগণ, তোমরা তাঁর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) জন্য রহমতের তরে দুআ কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর।”^{১৩}

- যদি আপনি দৈনিক ১০০ বার রহমতের দুআ করেন, তবে ১০০০ বার আল্লাহ আপনার ওপর রহমত বর্ষণ করবেন।
- আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন-

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا

“যে ব্যক্তি আমার জন্য একবার রহমতের দুআ করবে, আল্লাহ

১২. সূরা নাসর। ১-৩

১৩. সূরা আহযাব। ৫৬

তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন।”^{১৪}

- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি রহমতের অর্থ হচ্ছে, ঊর্ধ্ব জগতে আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাগণের নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রশংসা করা।

সাত. প্রতিদিন ১০০ বার পাঠ করুন-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি দৈনিক ১০০ বার لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ পাঠ করবে, তাহলে দশজন গোলাম স্বাধীন করার সমপরিমাণ সাওয়াব তার আমলনামায় যুক্ত হবে, তার আমলনামায় ১০০ নেকি লেখা হবে, তার ১০০ পাপ মোচন করে দেওয়া হবে। সেদিনের সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এটি তাকে শয়তান থেকে সংরক্ষণ করবে। যে ব্যক্তি এই আমলটি সবচেয়ে বেশি করেছে, সে ব্যতীত আর কোনো ব্যক্তি তদপেক্ষা অধিক ফযীলতসম্পন্ন আমলের অধিকারী হবে না।”^{১৫}

আট. দৈনিক ১০০ বার পড়ুন-

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ رَضِيَ نَفْسِهِ سُبْحَانَ
اللَّهِ زِينَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ

- উম্মুল মুমিনীন জুয়াইরিয়া বিনতুল হারিস রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে। “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকালবেলা ফজরের নামাজের সময় তাঁর কাছ থেকে বের হলেন, তখন

১৪. সহীহ মুসলিম: ৩৮৪

১৫. সহীহ বুখারী: ৩২৯৩; সহীহ মুসলিম: ২৬৯১

তিনি (জুয়াইরিয়া রাযি.) তাঁর নামাজের স্থানে ছিলেন। অতঃপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুপুরবেলা ফিরে আসলেন এবং তাঁকে স্থায় স্থানে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখলেন। অতঃপর তিনি বললেন- ‘আমি তোমাকে যে অবস্থায় ছেড়ে গিয়েছিলাম, তুমি কি এতক্ষণ সে অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলে?’ তিনি উত্তরে বললেন- জি, হ্যাঁ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- ‘তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পর আমি চারটি বাক্য তিনবার করে বলেছি। যদি তোমার পাঠকৃত দুআর সাথে সেগুলো পরিমাপ করা হয়; তবে আমার কথিত বাক্যগুলিই অধিক ভারী হবে।’ তা হলো-

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِينَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ
كَلِمَاتِهِ

‘আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা ও প্রশংসা করছি তাঁর অগণিত সৃষ্টির সমান ও তাঁর নিজের সম্ভ্রুতি ও তাঁর আরশের ওজনের সমান এবং তাঁর কালিমাসমূহের সংখ্যার সমপরিমাণ’ ।”^{১৬}

- তাঁর অন্য বর্ণনায় এসেছে-

سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَاءَ نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ
زِينَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ

- ভেবে দেখুন, যখনই আপনি এ সকল ঘিকির করে যাচ্ছেন, কোটি কোটি নেকি আপনার আমলের খাতায় যোগ হয়ে যাচ্ছে।

- যখন আপনি দিন-রাত সুযোগ পেলেই এ যিকির আদায় করবেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে তাঁর সৃষ্টির পরিমাণে নেক দান করবেন।

- কেউ কি আল্লাহর সৃষ্টি গণনা করতে পারবে? ফেরেশতা, জিন,

মানুষ, মাছ, পাখি, চতুষ্পদ জন্তু, পাথর, গাছপালা, কীট-পতঙ্গ...
কতকিছু! আল্লাহ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহ-অনুকম্পায় আপনাকে
তাঁর সৃষ্টির সমপরিমাণ নেক দান করবেন।

একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণী:

- অনেকে যিকিরের কিতাবগুলো অধ্যয়ন করে ভেবে থাকেন যে, এ সকল যিকির কেবল সকাল-সন্ধ্যার সাথে নির্দিষ্ট। মূলত বিষয়টি এমন নয়। বরং এ সকল যিকির ব্যাপক সময়ের জন্য প্রযোজ্য, প্রতিটি সময়ে প্রতিটি মুহূর্তেই তা আদায় করা যায়। তাই ভুলের বশবর্তী হয়ে নিজেকে এ মহান প্রতিদানগুলো থেকে বঞ্চিত না করি।

নয়. দৈনিক ১০০ বার **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ** পাঠ করুন।

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ،
وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

“যে ব্যক্তি দিনে ১০০ বার **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ** পাঠ করবে, তার
গুনাহগুলো মুছে দেওয়া হবে, যদিও তা সাগরের ফেনা পরিমাণই
হোক না কেন।”^{১৭}

দশ. দৈনিক ১০০ বার **أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ** পাঠ করুন।

- আগার ইবনে ইয়াসার আল-মুযনী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন— “হে মানুষ সকল, তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা কর, তাঁর নিকট ইস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা কর, কেননা আমি দিনে ১০০ বার তাওবা করি।”^{১৮}

১৭. সহীহ বুখারী: ৬৪০৫; সহীহ মুসলিম: ২৬৯১

১৮. সহীহ মুসলিম: ২৭০২

رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَثُبَّ عَلَيَّ، - ১০০ বার পাঠ করুন-
এগারো. (এক বসাতে) ১০০ বার পাঠ করুন-
إِنَّكَ أَنْتَ الثَّوَابُ الرَّحِيمُ

- ইবনে উমার রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক বসাতেই
আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ যিকিরটি
গণনা করতাম- رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَثُبَّ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ الثَّوَابُ الرَّحِيمُ

- আপনি আপনার সন্তানদের সাথে থাকুন বা আপনার পরিবারের
সাথে অথবা অন্য কোনো মানুষের সাথে থাকুন না কেন, আপনি
কি আপনার বিশেষ ও সাধারণ বৈঠকের সময় এর ওপর আমল
করেছেন?

বারো. দৈনিক ১০০ বার পড়ুন- سُبْحَانَ اللَّهِ

- সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,
আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে
ছিলাম। তিনি বললেন-

أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ فَسَأَلَهُ
سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: وَكَيْفَ يَكْسِبُ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: يُسَبِّحُ
مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُحِطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ

“তোমাদের কোনো ব্যক্তি দৈনিক এক হাজার নেকি অর্জন
করতে অপারগ হবে কি?” তাঁর সাথে উপবেশনকারীদের একজন
জিজ্ঞেস করল, কীভাবে এক হাজার নেকি অর্জন করা যাবে? তিনি
বললেন, “যে ব্যক্তি ১০০ বার তাসবীহ তথা سُبْحَانَ اللَّهِ পড়বে,
তার জন্য এক হাজার নেকি লেখা হবে অথবা এক হাজার পাপ
মোচন করা হবে।”^{২০}

১৯. সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তিরমিযী। তিরমিযী রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
২০. সহীহ মুসলিম: ২৬৯৮

- ইমাম হুমাইদী রহ. বলেন, ইমাম মুসলিমের কিতাবে এভাবে বর্ণিত হয়েছে- **أَوْ يَحِطُّ عَنْهُ أَلْفٌ خَطِيئَةً**। বাদশাহী রহ. বলেন- গুনা, উয়ানাহ, ইয়াহইরা কাভাল রহ. বর্ণনা করেন মুসা রহ. থেকে (যার থেকে ইমাম মুসলিম রহ. বর্ণনা করেছেন) **وَيَحِطُّ** : **أَلْفٌ** শব্দটি ব্যতীত।

* এনাটি সতর্কবার্তা:

কিছু যিকিরের ক্ষেত্রে উদাহরণ দেওয়ার জন্য আমরা নির্দিষ্ট সংখ্যা ব্যবহার করে বিষয়টিকে সহজভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। তার মানে এ নয় যে, এ সকল যিকিরের সাওয়াব ও পুণ্য, এর মাঝেই সীমাবদ্ধ। বরং যে ব্যক্তি যত বেশি যিকির করবে, তার জন্য তত বেশি পুণ্য ও সাওয়াব রয়েছে। আমরা এখানে সংখ্যা উল্লেখ করেছি কেবলই বিন্যাসের স্বার্থে। এ হিসেবে নয় যে, শরীয়তে এমন সংখ্যার কথা বলা হয়েছে বা এ সংখ্যাটাই ইবাদতের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করতে হবে। উদাহরণত একটি যিকির কেউ কখনো ১০০ বার করে, আবার কখনো আরও বেশি বা কম করে। তবে গুরুত্বপূর্ণ হলো, যেন কোনো দিন যিকির থেকে থাকেনা হয়ে কেটে না যায়। (অবশ্য যেসব দুআ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক বার পড়ার কথা হাদীসে এসেছে, তা ঐ সময় নির্দিষ্ট সংখ্যক পড়াই সুন্নাত।)

- আমাদের সালাকের অনেকের-ই নির্দিষ্ট অযীকা ছিল। তাঁরা নিজেদের জন্য একটি অযীকা নির্দিষ্ট করে নিতেন। এবং এর মাধ্যমেই নিজেদের অন্তরের পরিচর্যা করতেন। তন্মধ্যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত পাঠকের সমীপে পেশ করছি-
- আবু হুরাইরা রাযি. প্রতিদিন বারো হাজার তাসবীহ আদার করতেন। তিনি বলতেন, আমি আমার গুলামের সমপরিমাণ তাসবীহ পাঠ করি।
- ইমাম আহমাদ রহ.-এর ছেলে আব্দুল্লাহ রহ. তাঁর পিতা সম্পর্কে বলেন, তিনি প্রতিদিন তিনশ' রাকাত নকল নামাজ আদার করতেন।

- ইমাম ইবনুল কায্যিম রহ. বলেন, যে ব্যক্তি নিয়মিত **يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ** এর যিকির করবে, তার কলব ও আকল জীবিত থাকবে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. অধিক পরিমাণে নিয়মিত এটি আদায় করতেন। তিনি একদিন আমাকে বললেন, 'নিশ্চয় অন্তর জীবিতকরণে **يَا حَيُّ** ও **قَيُّوْمُ** এর প্রভাব অনেক।' এ কথা দ্বারা তিনি বোঝাতেন যে, এ দুটি নাম, ইসমে আজমের অন্তর্ভুক্ত। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি নিয়মিত দৈনিক ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত ও ফরযের মাঝে চল্লিশ বার **يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ** পড়বে, তার অন্তর জীবিত থাকবে, কখনো মরবে না।

হে আমার প্রাণপ্রিয় ভাই, এ সকল যিকির আদায় করতে সর্বোচ্চ আধা ঘন্টা সময় ব্যয় হবে। আপনি যদি একুশ দিন নাগাদ এর অভ্যাস করে যেতে পারেন; তবে এর পরে তা আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে। আপনার দৈনন্দিন জীবনের একটি অভ্যাসে পরিণত হবে। এবং আপনি এ যিকিরগুলো থেকে পৃথক হয়ে থাকতেই পারবেন না।

* আমাদের পক্ষ থেকে সামান্য পরামর্শ:

যদি আপনার মনে হয়, এ সকল যিকির আদায় করতে গিয়ে আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন বা অলসতা আপনাকে ঘিরে ধরছে। তবে আপনি আপনার অবস্থার পরিবর্তন করুন। বসা থেকে উঠে হেঁটে হেঁটে আযকার (যিকিরসমূহ) পড়তে থাকুন। এতে আপনার রক্ত চলাচল বেড়ে যাবে এবং আপনার মধ্যে ফিরে আসবে উদ্যমতা। আপনি যখন কাজে যাওয়ার সময় গাড়িতে অবসর বসে থাকেন, তখন চুপচাপ বসে না থেকে এই আযকার পড়তে থাকুন।

০২. কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করা

কুরআন আলোর ফোয়ারা। নূরের ধারা। সত্য-সঠিক পথের দিশারি। এর মাধ্যমে অর্জন হয় আত্মিক ও দৈহিক প্রশান্তি। কুরআন রহমত ও হিদায়াত। আখিরাতের জন্য প্রস্তুতির একটি অন্যতম কড়ি হলো, কুরআন

তিলাওয়াত করা। এতোক মুসলিমের উচিত কুরআন তিলাওয়াতের জন্য দৈনিক একটি সময় নির্ধারণ করা। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي
الْصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ - قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ
فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“হে মানব জাতি, তোমাদের কাছে উপদেশবাণী এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। তোমাদের কাছে এসেছে অন্তরের রোগের নিরাময়, আর মুমিনদের জন্য এটি হিদায়াত ও রহমত। (হে নবী) বলুন, এসব আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমতেই হয়েছে। সুতরাং এতে তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত; এটা পার্থিব সম্পদ হতে বহু গুণে উত্তম, যা তারা সঞ্চয় করেছে।”

ইবনে কাসীর রহ. বলেন, আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা তাঁর রাসুলের ওপর কুরআন নাযিল করার মাধ্যমে বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করে বলছেন— {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ} এখানে আল্লাহ তাআলা মূলত বান্দাকে অশ্লীল কাজ থেকে ফিরে আসতে ধমকি দিচ্ছেন। {وَشِفَاءٌ} এতে রয়েছে অন্তরের সন্দেহ সংশয় দূরকারী, নাপাকি-নোংরামি থেকে অন্তরকে মুক্তকারী চিকিৎসা। {وَهُدًى وَرَحْمَةٌ} কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াত ও রহমত অর্জিত হবে। আর কুরআনের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপনকারী মুমিন এবং এতে বিদ্যমান বাণীর প্রতি মনেপ্রাণে বিশ্বাসকারীদের জন্যই এ হিদায়াত ও রহমত নির্দিষ্ট। যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ
الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

“আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি, যা রোগের সুচিকিৎসা

এবং মুমিনের জন্য রহমত। গুনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।”^{২২}

সুনানে তিরমিযীতে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الْم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَا مٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ

“যে ব্যক্তি কুরআনে কারীমের একটি হরফ পড়বে, তার জন্য একটি নেকি। আর প্রতিটি নেকি দশটি নেকির সমান। আমি একথা বলছি না যে, ألم (আলিফ লাম মীম) একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।”^{২৩}

ইবনে আক্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْحَرِبِ

“যার অন্তরে কুরআনে কারীমের কোনো অংশ নেই, তার অন্তর যেন বিরান-পতিত ঘর।”^{২৪}

একটি সূক্ষ্ম কথা

কুরআনের তিলাওয়াতের পরিমাণ অনুসারে আল্লাহ তাআলার সাথে ভালোবাসা ও মহব্বতের পরিমাপ করা যায়। যদি মহান আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসার পরিমাণ বেশি হয়, তবে কুরআন তিলাওয়াতও বেশি হয়ে থাকে।

২২. সূরা ইসরা: ৮২

২৩. সুনানে তিরমিযী: ২৯১০

২৪. সুনানে তিরমিযী: ২৯১৩; তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

০৩. শরয়ী গুনাার্জন

পরকালের প্রস্তুতিরূপ একটি উত্তম পরিকল্পনা হলো, শরয়ী ইলম হাসিল করা। প্রত্যেক মুসলমানই দীনি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে দৈনিক একটা সময় নির্ধারণ করবে। শরয়ী হুকুম-আহকাম, জায়েয-নাআয়েযের মাসয়ানা, তাওহীদ ও শিরকের মধ্যকার পার্থক্য, আনুগত্য ও অবাধ্যতা, সুন্নাত ও বেদআতের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে অবগত হবে। ফলে জানা যাবে আমলের ফযীলত ও উত্তম আখলাক সম্পর্কে। এভাবে এক সময় সে জান্নাতের পথ চিনতে পারবে। পূর্ণ মনোযোগের সহিত আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করতে পারবে। আখিরাতের চূড়ান্ত সফলতা লাভের পথে প্রতিবন্ধক হয়, এমন সকল নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা বলেন—

أَمَّنْ هُوَ قَائِمٌ آتَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً
رَّبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ
أُولُو الْأَلْبَابِ

“যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন প্রহরে সিজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, পরকালের আশঙ্কা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে— সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না? বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান।”^{২৫}

শায়খ সা'দী রহ. বলেন, এটা আল্লাহ তাআলার অনুগত বান্দা ও অবাধ্য বান্দা এবং আলেম ও জাহেলের তুলনামূলক অবস্থানের বর্ণনা। এই পার্থক্যটা সকলের মনসপটে স্পষ্ট। প্রত্যেকের মন-মস্তিষ্কই এ ব্যবধান সম্পর্কে অবগত। সুতরাং আল্লাহর ইবাদত হতে বিমুখ প্রবৃত্তির অনুসারী ব্যক্তি আর উত্তম সময়ে (নির্ঘুম রাতে) উত্তম ইবাদত (কিয়ামুল লাইল) আদায়কারী অনুগত বান্দা সমান নয়।

অতঃপর আল্লাহ অনুগত বান্দার বর্ণনা দিয়েছেন, সে অধিক পরিমাণে উত্তম আমলগুলো আদায় করে। এরপর তার বর্ণনা দিয়েছেন, সে ভয়ও করে আবার আশা পোষণ করাও ত্যাগ করে না। আল্লাহ বলেন, তার এ ভয়ের আবার আশা পোষণ করাও ত্যাগ করে না। আল্লাহ বলেন, তার এ ভয়ের সম্পর্ক পরকালের শাস্তির সাথে। পরকালের শাস্তির কথা স্মরণ করে সে তার পূর্বের কৃত গুনাহর জন্য ভয় করছে। অন্যদিকে, তার আশার সম্পর্ক আল্লাহর রহমতের সাথে। তার আশা আল্লাহ তো রহীম-রহমান। তিনি তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন। মূলত, আল্লাহ এখানে তাঁর অনুগত বান্দার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য বয়ান করেছেন।

{قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ} “বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে?” যারা তাদের রব সম্পর্কে জানে এবং জানে তাঁর দীন-শরীয়ত এবং শরীয়তের হুকুম-আহকাম ও তার রহস্য সম্পর্কে। {وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} এবং যারা উল্লিখিত বিষয়গুলো জানে না; তারা উভয় শ্রেণি সমান নয়। যেমনিভাবে রাত ও দিন সমান নয়, এক নয় আলো ও অন্ধকার। এবং যেমনিভাবে আগুন ও পানি সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়। {إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ} - যারা জ্ঞানী, পবিত্র মেধার অধিকারী। তারা প্রতিটি বস্তুকে সস্থানে রাখে। তাই তারা বড়কে ছোটর ওপর প্রাধান্য দেয়। ইলমকে প্রাধান্য দেয় জাহালাতের ওপর। তারা আল্লাহর আনুগত্যকে প্রাধান্য দেয় তাঁর অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়ার ওপর। কারণ তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি রয়েছে; ফলে তারা পরিণাম-দর্শনে সক্ষম হন। কিন্তু যাদের আকল নেই। যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি প্রায় শূন্যের কোঠায়। তারা পরিণাম-দর্শন ও পর্যবেক্ষণে সক্ষম হয় না। ফলে তাদের অবস্থা হয় এর ঠিক বিপরীত। তারা কখনো পরিণামের দিকে দৃষ্টি দেয় না। তারা তাদের নফস ও মনের চাহিদাকে রব হিসেবে গ্রহণ করে।

মুআবিয়া রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের বুঝ দান করেন।” ২৬

আবু দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন-

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ،
وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، رِضًا بِمَا يَصْنَعُ،
وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى
الْحَيَّتَانِ فِي الْمَاءِ، وَفَضَّلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ
الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا
دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِلَّا مَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ

“যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে পথ চলবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেবেন। তালিবে ইলমের কর্মের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ফেরেশতাগণ তাঁদের ডানা বিছিয়ে দেন। আসমান ও জমিনের সবকিছু এমনকি সাগরের মাছ পর্যন্ত আলেমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। সকল তারকার ওপরে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন, আবেদের ওপর আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব তেমন। আলেমগণ নবী আলাইহিমুস সালাম-এর উত্তরাধিকারী। কিন্তু নবীগণ দীনার বা দেরহামের উত্তরাধিকার রেখে যান না। তাঁরা ইলমের উত্তরাধিকার রেখে যান। সুতরাং যে তা গ্রহণ করল, সে পূর্ণ প্রাচুর্যই গ্রহণ করল।”^{২৭}

শরয়ী ইলম অর্জনের সুফলগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, এটি মানুষের মাঝে আল্লাহর আযাবের ভয় বৃদ্ধি করে। আখিরাতের বিষয়াদি সংরক্ষণের ব্যাপারে সতর্ক করে তোলে। কঠিন ভয়ংকর সেদিনের ব্যাপারে হাজারও হিসাব-নিকাশ করার মনোভাব তৈরি করে। ফলে তারা কোনো কথা বলা কিংবা কোনো কাজ করার আগে হাজারও হিসেব কষে নেয় যে, এতে কি তার প্রতিপালক সন্তুষ্ট হবেন না অসন্তুষ্ট হবেন?

০৪. আরেফ বিল্লাহ হওয়া বা আল্লাহর পরিচয় জানা:

এখন আমরা সবচেয়ে সুন্দর, পবিত্র ও মধুর আলোচনাটি করব। এ কথাগুলো আল্লাহ তাআলা-কে নিয়ে। তাঁর আসমাউল হুসনা তথা সুন্দর নামসমূহ নিয়ে আমাদের এ আলোচনা। এ আলোচনা তাঁর অনুগ্রহ ও নেয়ামতরাজি সম্পর্কে। এ আলোচনা পরকালের উত্তম প্রস্তুতির জন্য বিরাট সহায়ক হবে। কারণ যখনই একজন মুসলিম তার শ্রুতা তার প্রতিপালকের পরিচয় পাবে, তাঁর সম্পর্কে যত বেশি জানবে; তখনই সে আপন প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের আশায় তত বেশি প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। তার প্রস্তুতি হবে তত বেশি সুন্দর ও নিখুঁত। আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

“নিশ্চয় আল্লাহর ১০০ থেকে একটি কম নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি তাঁর নামসমূহ স্মরণ রাখবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”^{২৮}

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, আসমাউল হুসনা স্মরণ রাখার কয়েকটি স্তর রয়েছে। যেমন:

প্রথম স্তর: নামসমূহ গণনা করা এবং মুখস্থ করা।

দ্বিতীয় স্তর: অর্থ ও উদ্দেশ্য অনুধাবন করা।

তৃতীয় স্তর: এ নামসমূহ নিয়ে দুআ করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

“আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। তোমরা সেগুলো অবলম্বনে তাঁর নিকট প্রার্থনা কর।”^{২৯}

২৮. সহীহ বুখারী: ২৭৩৬; সহীহ মুসলিম: ২৬৭৭
২৯. সূরা আ'রাফ: ১৮০

আসমাউল হুসনার মাধ্যমে দুআ করার দুটি স্তর:

ক. আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও তাঁর ইবাদতের তাওফীক চেয়ে দুআ করা।

খ. কোনো বস্তুর আবেদন ও সমস্যা সমাধানের দুআ করা।

* আল্লাহর পরিচয় লাভের উপায়

আল্লাহ তাআলার পরিচয় লাভের উপায় হলো, তাকদীরসহ কুরআন পড়া। ব্যাখ্যাসহকারে আসমাউল হুসনা পড়া।

আপনি কি দৈনিক একটা সময় নির্ধারণ করেছেন, যে সময়টাতে আপনার প্রতিপালকের নামগুলো থেকে কমপক্ষে একটি নামের বিকির করবেন, এ নাম নিয়ে চিন্তা-ফিকির করবেন?

এ কথাও কি মেনে নেওয়া যায় যে, একজন মানুষ তার প্রতিপালকের ইবাদত করবে, অথচ সে তার প্রতিপালকের পরিচয়, বড়ত্ব-মহত্ব সম্পর্কে জানে না! সে কিছুই জানে না তার রবের নামসমূহ ও গুণাবলি সম্পর্কেও!

বান্দা যদি তার প্রতিপালক সম্পর্কে কিছু নাই জানে, তাহলে কীভাবে তার অন্তরে আপন প্রতিপালকের ভালোবাসা স্থান করে নেবে? কীভাবে প্রতিপালকের সম্মান ও ভয়, ভরসা ও বিশ্বাস, একনিষ্ঠতা ও সত্যতা নিজের অন্তরে ঠাই করে নেবে? যদি আপন রবের সম্পর্কে নাই বা জানে, তবে কী করে তার মনে রবের সাক্ষাতের আশ্রয় সৃষ্টি হবে?

* আল্লাহর পরিচয় জানার কয়েকটি কিতাব:

আল্লাহ তাআলার পরিচয় সম্পর্কে জানার জন্য আপনাকে কয়েকটি কিতাব পড়ার পরামর্শ থাকল। এই কিতাবগুলো মনোযোগসহকারে পড়ুন, ইন শা আল্লাহ উপকৃত হবেন। কিতাবগুলো হলো—

ক. الله أهل الثناء والمجد (আল্লাহ আহলুস সানা ও ওয়াল মাজ্দ) - ড. নাসির আয যাহরানী।

খ. شرح أسماء الله الحسنى (শারহু আসমায়েল্লাহিল হুসনা) - ড. উমার আশকার ।

গ. شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة (শারহু আসমায়েল্লাহিল হুসনা ফী যওয়িল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ) - ড. সাঈদ ইবনে আলী আল কাহতানী ।

০৫. আমলের ফযীলত সম্পর্কে জানা ও আমল করা

আখিরাতের পরিকল্পনার অন্যতম একটি অংশ হলো, তারগীব ও তারহীব-নেয়ামতের আশা ও শাস্তির ভীতি জাগানিয়া কিতাবগুলো পড়া । বিভিন্ন আমলের ফযীলতসংক্রান্ত কিতাবগুলো বেশি বেশি অধ্যয়ন করা । কারণ এ সকল কিতাব আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী, নেক আমলের ওপর স্থির থাকার ক্ষেত্রে সহায়ক ।

উদাহরণত যখন যিকিরের ফযীলত সম্পর্কে পড়া হবে । যখন পড়া হবে যে আল্লাহ তাআলা যিকিরকারীর জন্য আখিরাতে এই এই নেয়ামত রেখেছেন । তখন নিজের মধ্যে অধিক যিকির করার উৎসাহ সৃষ্টি হবে এবং নিয়মিত যিকিরের আমল অব্যাহত রাখার সৌভাগ্য অর্জিত হবে ।

এরকমভাবে প্রতিটি আমলের ফযীলতের ক্ষেত্রে একই কথা । যেমন কিয়ামুল লাইল, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, চাশত ও বিতর-এর নামাজ, নফল রোজা, দান-সদাকা, সালামের প্রসার ঘটানো, মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণ করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখা, মুসলমানদের প্রয়োজন মেটানো, প্রতিবেশীর হক আদায় করা, ইয়াতীমের তত্ত্বাবধান করাসহ ইত্যাদি ইবাদত । যখন প্রতিটি আমলের ফযীলত সম্পর্কে জানা থাকবে, তখন সেই আমল করার প্রতি অন্তর উদ্বুদ্ধ হবে । নিয়মিত সেই আমল করতে মন চাইবে । মন সব সময় উৎসুক থাকবে, মনের মাঝে তড়প থাকবে- কখন আসবে সে আমলের নির্ধারিত সময় ।

* নেক আমলে প্রতিযোগিতা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

“তোমরা কল্যাণের কাজের ক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিযোগিতা কর।”^{৩০}

শায়খ সা'দী রহ. বলেন—

“কল্যাণকর কাজের আদেশ প্রদানের পর প্রতিযোগিতার আদেশটি নতুন একটি আদেশ। কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা থাকা কাজটি বাস্তবায়িত হওয়া, পূর্ণতার সাথে অস্তিত্বে আসা এবং সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পূর্ণ হওয়া নিশ্চিত করে। প্রতিযোগিতা থাকলে কাজ দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন হয়। যে ব্যক্তি পার্থিব কল্যাণকর কাজের ক্ষেত্রে অগ্রসর থাকবে, সে আখিরাতের কাজেও জান্নাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রবর্তীদের মাঝে থাকবে। তাই প্রতিযোগীরা মর্যাদা-বিচারে সর্বোত্তম হয়ে থাকে। কল্যাণকর কাজ দ্বারা ফরয, নফল উভয়টাই উদ্দেশ্য। নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, জিহাদসহ স্বল্প ও ব্যাপক উপকার প্রদায়ক সকল আমলই প্রতিযোগিতা করা যায় এমন কল্যাণকর কাজের অন্তর্ভুক্ত।”

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا،
وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا، وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ
مِّنَ الدُّنْيَا

“অন্ধকার রাতের মতো ফেতনা গ্রাস করার আগেই তোমরা আমলের প্রতি অগ্রসর হও। সে ভয়ংকর ফেতনাকালে মানুষ সকালে মুমিন থাকবে আর বিকেলে কাফের হয়ে যাবে। আবার

বিকেলে মুমিন থাকবে সকালে কাফের হয়ে যাবে। মানুষ সামান্য দুনিয়ার বিনিময়ে তার দীন বিক্রি করে দেবে।”^{৩১}

* আপনি কীভাবে জান্নাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হবেন?

জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ يَوْمَ أُحُدٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا؟ قَالَ: فِي الْجَنَّةِ، فَأَلْقَى تَمْرَاتٍ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ

“উহদের দিন এক সাহাবী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আমি যদি এখন নিহত হই, তাহলে আমি কোথায় থাকব বলে আপনি মনে করেন?’ তিনি বললেন, ‘জান্নাতে।’ অতঃপর তিনি হাতে থাকা খেজুরগুলো ফেলে দিয়ে লড়াই শুরু করলেন এবং এক পর্যায়ে শাহাদাত বরণ করেন।”^{৩২}

হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, নেক আমলের ক্ষেত্রে দেরি করা মোটেও উচিত নয়। বরং যখনই কোনো নেক আমল করার সুযোগ আসবে, সাথে সাথে তা করে ফেলতে হবে।

* উৎসাহ প্রদায়ক কয়েকটি কিতাব

পরকালের প্রস্তুতিস্বরূপ আমলের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি, আমলের ওপর অটল থাকার জন্য নিম্নে উল্লিখিত কিতাবগুলো পড়ার পরামর্শ থাকবে—

ক. رياض الصالحين (রিয়ায়ুস সালাহীন) - ইমাম নববী রহ.

খ. الأذكار (আল আযকার) - ইমাম নববী রহ.

যথার্থ ও উত্তমরূপে পরকালের প্রস্তুতি নিতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমলের ফযীলত সম্পর্কে জানতে হবে। সে ক্ষেত্রে উল্লিখিত (এ দুটি) কিতাব অবশ্য পাঠ্য।

৩১. সহীহ মুসলিম: ১১৮

৩২. সহীহ বুখারী: ৪০৪৬; সহীহ মুসলিম: ১৮৯৯

আপনার প্রতি আমার একটি প্রস্তাব থাকবে- আপনি সাপ্তাহিক অথবা মাসিক একটা দিন নির্ধারণ করুন, যখন আপনি আমলের ফযীলতসংক্রান্ত কিতাব পড়বেন। যাতে করে সব সময় আপনার স্মরণে আমলের ফযীলতগুলো উপস্থিত থাকে। ফলে আপনি সর্বদা আত্মহ-উদ্দীপনার সাথে বেশি বেশি নেক আমল করতে পারবেন।

* কতিপয় বিরাট ফযীলতপূর্ণ আমলের বর্ণনা

পরকালের প্রস্তুতির ভিন্ন ধরনের একটি পরিকল্পনা হলো, সে সকল আমলের প্রতি আত্মহী হওয়া, যেগুলোতে রয়েছে একাধিক ফযীলত।

● প্রথম উদাহরণ:

سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ যিকিরের ক্ষেত্রে অনেক ফযীলত ও মহাপ্রতিদানের কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

- প্রথম ফযীলত: এটি আল্লাহ তাআলার অত্যন্ত প্রিয় বাক্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ،

“আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাধিক প্রিয় কালিমা হচ্ছে চারটি- سُبْحَانَ اللَّهِ এগুলোর যেকোনোটর দ্বারা শুরু কর, এতে তোমার কোনো ক্ষতি নেই।”^{৩৩}

- দ্বিতীয় ফযীলত: এ দুআ পাঠকারী সদাকার সাওয়াব পাবে। আরু যার রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ،

وَكُلُّ تَحِيَّةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ
بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ
بِرَكْعَتَيْهِمَا مِنَ الصُّحَى

“তোমাদের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপরই সনাক্ত সাব্যস্ত হয়ে থাকে।
তোমার প্রতিবার তাসবীহ পড়া সনাক্ত, তোমার প্রতিবার তাহমীদ
বা আত্লাহর প্রশংসা করা সনাক্ত, প্রতিটি তাহলীল বা লা ইলাহা
ইল্লাল্লাহ পড়া সনাক্ত, তাকবীর তথা আত্লাহ আকবার বলা সনাক্ত,
সং কাজের আদেশ ও অসং কাজে নিষেধ করা সনাক্ত। আর এসব
কিছুর জন্য যথেষ্ট হবে দুই রাকাত সালাতুত দুহা^{৩৪} আদায় করা।”^{৩৫}

- তৃতীয় ফযীলত: এ যিকির আদায়ে জান্নাতে গাছ রোপণ করা হয়।
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَقِيتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ أَقْرَأُ أَمْتَكَ مِنِّي
السَّلَامَ، وَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ، وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، وَأَنَّ
غِرَاسَهَا: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

“ইবরাহীম আ.-এর সাথে মেরাজের রাতে আমার সাক্ষাৎ হলো।
তিনি বললেন— হে মুহাম্মাদ, আমার পক্ষ থেকে আপনার উম্মতের
নিকট সালাম জানাবেন। তাদেরকে জানিয়ে দেবেন, জান্নাত উত্তম
মাটির আবাস, মিষ্ট পানির আধার। তবে তা সমতল ভূমি; তাতে গাছ
রোপণকারী হলো— سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ^{৩৬}।”

৩৪. সালাতুত দুহা দ্বারা ইশরাক ও চাশত উভয় নামাজকে বোঝানো হয়।
৩৫. সহীহ মুসলিম: ৭২০

৩৬. সুনানে তিরমিযী: ৩৪৬২; তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

- চতুর্থ ফযীলত: এটা কিয়ামতের দিন নেকির পান্নাকে পূর্ণ করে দেবে। আবু মালেক আল আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

الظُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ تَمْلَأَانِ - أَوْ تَمْلَأُ - مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

“পবিত্রতা ইমানের অঙ্গ। আলহামদুলিল্লাহ নেকির পান্নাকে ভরে দেয়। ‘সুবহানাল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ’ আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী জায়গা পূর্ণ করে দেয়।”^{৩৭}

- পঞ্চম ফযীলত: এটা সর্বোত্তম যিকির। জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি—

أَفْضَلُ الذِّكْرِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

“সর্বোত্তম যিকির হলো اللَّهُ إِلَّا إِلَهًا”^{৩৮}

- ষষ্ঠ ফযীলত: এ যিকিরের প্রতিটি অংশের মাধ্যমে বিশটি করে সাওয়াব অর্জিত হয় এবং বিশটি করে গুনাহ মাফ হয়। আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ اللَّهَ اضْطَفَى مِنَ الْكَلَامِ أَرْبَعًا: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، فَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَةً، وَحُطَّ عَنْهُ عِشْرُونَ سَيِّئَةً، وَمَنْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ فَمِثْلُ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمِثْلُ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، فَمِثْلُ ذَلِكَ، زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَمَنْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، كُتِبَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ

৩৭. সহীহ মুসলিম: ২২৩

৩৮. সুন্নাতে তিরমিযী: ৩৩৮৩; তিরমিযী রহ. এ হাদীসকে হাসান সাব্যস্ত করেছেন।

حَسَنَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ ثَلَاثُونَ سَيِّئَةً

سُبْحَانَ اللَّهِ, “চারটি বাক্য আল্লাহ তাআলার নিকট পছন্দনীয়। যথা: سُبْحَانَ اللَّهِ পড়বে, وَالْحَمْدُ لِلَّهِ, وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَاللَّهُ أَكْبَرُ। যে ব্যক্তি এই চারটি গুনাহ মার্ফ করে দেওয়া সে বিশটি নেকি পাবে এবং তার বিশটি গুনাহ মার্ফ করে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি الْحَمْدُ لِلَّهِ পড়বে তাকেও অনুরূপ সাওয়াব দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ পড়বে, তাকেও অনুরূপ সাওয়াব দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি اللَّهُ أَكْبَرُ পড়বে তাকেও অনুরূপ সাওয়াব দেওয়া হবে।” অন্য বর্ণনায় আরেকটু বাড়িয়ে এসেছে, “যে ব্যক্তি আল্লাহ হবে।” অন্য বর্ণনায় আরেকটু বাড়িয়ে এসেছে, “যে ব্যক্তি الْحَمْدُ لِلَّهِ প্রদত্ত নেয়ামতের শোকর আদায় করে নিজের পক্ষ থেকে رَبِّ الْعَالَمِينَ বাড়িয়ে বলবে, তাকে ত্রিশটি নেকি প্রদান করা হবে এবং তার ত্রিশটি গুনাহ মার্ফ করে দেওয়া হবে।”^{৩৯}

- সপ্তম ফযীলত: এ যিকির দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমুদয় ধন-সম্পদের চেয়েও উত্তম। আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ

“আমার নিকট سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ বলা সূর্যের আলোকপ্রাপ্ত দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যকার সমুদয় সম্পদ থেকে উত্তম।”^{৪০}

একটু ভেবে দেখুন, একটি যিকিরের মধ্যে এত ফযীলত? এত প্রতিদান মাত্র একটি যিকিরেই! এ ফযীলত ও প্রতিদান কেবল একবার পাঠ করলেই অর্জিত হয়ে যাবে। কিন্তু এই যিকিরটা যদি আমরা দৈনিক ১০০০ বার পড়ি, তাহলে সাওয়াবের পরিমাণ কত হবে?! তাহলে কেন নিজেকে বিরাত

৩৯. মুসনাদে আহমাদ ও সুনানে নাসায়ী
৪০. সহীহ মুসলিম: ২৬৯৫

এ কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা?

• দ্বিতীয় উদাহরণ: জামাতের পাবন্দি করা

একটি আমল করে অনেক নেকি অর্জনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় উদাহরণটি হলো, জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা। জামাতের সাথে নামাজ আদায় করার ফযীলত অনেক। তন্মধ্যে:

- প্রথম ফযীলত: জামাতের সাথে নামাজ আদায় করার মাঝে রয়েছে একাকী নামাজ আদায় করার চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি সাওয়াব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ، أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ، بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

“একাকী নামাজ আদায় করার চাইতে জামাতে নামাজ আদায় করার মাঝে রয়েছে সাতাশগুণ বেশি সাওয়াব।”^{৪১}

- দ্বিতীয় ফযীলত: ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করলে সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহর জিম্মায় (দায়িত্ব ও তত্ত্বাবধানে) থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، يُذْرِكُهُ، ثُمَّ يَكْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

“যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ আদায় করবে, সে আল্লাহর জিম্মায় থাকবে। কেউ যেন আল্লাহর জিম্মায় হস্তক্ষেপ না করে। কেননা, যে-ই তাঁর জিম্মায় হস্তক্ষেপ করবে, আল্লাহ তাকে পাকড়াও করে উপড় করে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।”^{৪২}

৪১. সহীহ মুসলিম: ৬৫০

৪২. সহীহ মুসলিম: ৬৫৭

- * তৃতীয় কসীলত: ইশা ও ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করলে বিরাট সাওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়। উসমান ইবনে আসফান রাসি, থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন—

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ بِصَلَاتِ اللَّيْلِ وَهُوَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ

“সে ব্যক্তি ইশার নামাজ জামাতে আদায় করল, যেন সে অর্ধরাত নামাজে কাটল। আর সে ফজরের নামাজও জামাতের সাথে আদায় করলে, সে সের পূর্ণ রাত নামাজ পড়ল।”

- * চতুর্থ কসীলত: নির্দিষ্ট ফজর ও আসরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করলে থেকে বহুশীল হওয়ার মাঝে রয়েছে বিরাট প্রতিদান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى، قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَخَلْفَ غُرُوبِهَا، فِي
الْفَجْرِ، وَالْعَصْرِ

“এ ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে সূর্য উদয়ের আগের ও সূর্য অস্তের আগের নামাজ আদায় করে। অর্থাৎ, ফজর ও আসরের নামাজ।”

- * পঞ্চম কসীলত: আবু মুসা আশআরী রাসি, থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ صَلَّى الرَّكَعَتَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

“সে মুসলিম দুই শীতলতার সময়কার নামাজ (ফজর ও আসর) আদায় করলে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।”

১ম, ২য় ও ৩য় কসীলত: ১ম

৪ম, ৫ম ও ৬ম কসীলত: ২য়

৭ম, ৮ম ও ৯ম কসীলত: ৩য়, ৪ম ও ৫ম কসীলত: ৬ম

৮. ষষ্ঠ ফযীলত: যে ব্যক্তি জামাতের সাথে নামাজ আদায় করার উদ্দেশ্যে মসজিদে গিয়ে কারও সাথে কথা না বলে এবং কাউকে কষ্ট না দিয়ে যতক্ষণ নামাজের স্থানে বসে থাকে, ফেরেশতাগণ তার জন্য দুআ করতে থাকে। আবু হুরাইরা রাযি, থেকে বর্ণিত একটি হাদীসের অংশ—

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ، مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ...

“কোনো বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত নামাজ আদায়ের স্থানে নামাজের অপেক্ষায় থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত পুরো সময় সে নামাজেই থাকে। ফেরেশতাগণ ততক্ষণ বলতে থাকেন— ‘হে আল্লাহ আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ, তাকে আপনার করুণায় সিক্ত করুন।’ যতক্ষণ পর্যন্ত না সে প্রত্যাবর্তন করে অথবা তার ওয়ু ছুটে যায়।”^{৪৬}

সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এভাবে এসেছে—

وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ، مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ تُبَّ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ

“ফেরেশতাগণ ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কারও জন্য দুআ করতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার নামাজের স্থানে বসে থাকে। তাঁরা বলতে থাকেন— ‘হে আল্লাহ, আপনি তাকে আপনার করুণায় সিক্ত করুন। হে আল্লাহ, আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ, আপনি তার তাওবা কবুল করুন।’ যতক্ষণ পর্যন্ত সে কাউকে কথা-কাজের মাধ্যমে কষ্ট না দেয় অথবা ওয়ু ভঙ্গ না করে।”^{৪৭}

মসজিদে প্রবেশ করে জামাতে নামাজ পড়ার আগে ও পরে নিজ নামাজের স্থানে বসে থাকলে, ফেরেশতাগণ দুআ করেন। তবে গীবত

৪৬. সুনানে আবু দাউদ: ৪৭১

৪৭. সুনানে আবু দাউদ: ৫৫৯

বা কুৎসা রটিয়ে অথবা মিথ্যে ও খারাপ কথা বলে কাউকে কষ্ট দিলে এবং ওয়ু ভেঙে গেলে ফেরেশতাগণ দুআ করা বন্ধ করে দেন।

- সপ্তম ফযীলত: প্রথম কাতারে নামাজ পড়া এবং জামাতের ডান দিকে নামাজ পড়ার অনেক ফযীলত রয়েছে। এতদুভয়ের একত্রিকরণে সাওয়াব হয়ে পড়ে দ্বিগুণ। আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهْمُوا...

“আযান দেওয়া ও প্রথম কাতারে নামাজ আদায়ের ফযীলত যদি মানুষ জানত, এমনকি সে সুযোগ যদি লটারি ব্যতীত পাওয়া দুষ্কর হতো; তবে তারা এর জন্য অবশ্যই লটারি করত।”^{৪৮}

- তৃতীয় উদাহরণ: পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া

- প্রথম ফযীলত: মসজিদে এসে জামাতে নামাজ আদায় করার প্রতি আগ্রহী মুমিন কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান পাবে। আবু হুরাইরা রাযি. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন—

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابُّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ

“যেদিন আল্লাহর (আরশের) ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন তিনি সাত প্রকার মানুষকে তাঁর (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন। (১.) ন্যায়পরায়ণ শাসক। (২.) ঐ যুবক যে আল্লাহর ইবাদতের মাঝে বেড়ে উঠেছে। (৩.) ঐ ব্যক্তি যার হৃদয় মসজিদের সাথে লেগে থাকে।...”^{৪৯}

৪৮. সহীহ বুখারী: ৬১৫; সহীহ মুসলিম: ৪৩৭

৪৯. সহীহ বুখারী: ৬৬০; সহীহ মুসলিম: ১০৩১

وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ - এর ব্যাখ্যায় উম্মার রাসূল বলেছেন- “অর্থাৎ মসজিদের সাথে তার পাকেরে পড়ার আলাপ-সর্বদা সে জামাতের পাবন্দি করবে। তবে রাসূল সাদ্বাস্ত্যত্ব জমাইত ওয়া সাল্লাম-এর এ কথার অর্থ এ নয় যে, সর্বদা মসজিদে বসে হবে।”

- দ্বিতীয় কথায়: মুমিনের মর্যাদার দর উন্নীত হওয়া, গুনাহ মাক্কুল ও সাওয়াব অর্জনের অন্যতম আমল হলো, দ্বারা হেঁটে মসজিদ যাওয়া। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাবি, থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

وَمَنْ رَجُلٌ يَمْشِي فَيُخَوِّسُ الظُّهُورَ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، لَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا رَجُلًا يَخْطُوهَا حَسَنَةً...

“কোনো ব্যক্তি যদি উত্তমরূপে ওয়ু করে কোনো একটি মসজিদ দ্বারা অগ্রসর হয়, আল্লাহ তাআলা তার প্রতিটি কদমের জন্য একটি করে সাওয়াব দান করেন, তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং একটি করে গুনাহ মোচন করেন।”

আবু হুরাইরা রাবি, থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাদ্বাস্ত্যত্ব জমাইত ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بَيْتَاتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ تَوَارِثِ اللَّهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ رَجُلًا...

“যে ব্যক্তি আপন ঘর থেকে উত্তমরূপে ওয়ু করে আল্লাহর নির্ধারিত এক মহান করব আদায় করার জন্য আল্লাহর দর মসজিদের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়, তার প্রতিটি পদক্ষেপ কল্যাণ করে দেবে। তার একটি

কদমে একটি পাপ বারে পড়ে এবং অপরটিতে তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।”^{৫১}

- তৃতীয় ফযীলত: উত্তম নিয়তের কারণে বাড়িতে ফেরার সময়ও মসজিদে গমনকালের অনুরূপ সাওয়াব অর্জন হতে পারে। উবাই ইবনে কা'ব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

كَانَ رَجُلٌ، لَا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، لَا تُحِطُّهُ صَلَاةٌ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَوْ قُلْتَ لَهُ: لَوْ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظُّلُمَاءِ، وَفِي الرَّمْضَاءِ؟ قَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنْ مَنَزِلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَرُجُوعِي، إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ

“এক লোক ছিল, আমার জানা মতে তার বাড়ির চেয়ে অন্য কারও বাড়ি মসজিদ থেকে এত দূরে ছিল না। তা সত্ত্বেও কখনোই তার জামাতে নামাজ ছুটতো না। উবাই রাযি. বলেন, তাকে একবার বলা হলো, অথবা আমিই তাকে বললাম— ‘যদি তুমি একটি গাধা ক্রয় করতে তাহলে অন্ধকার ও রোদ-বৃষ্টির সময় তাতে আরোহণ করে আসতে পারতে।’ তখন সে বলল, ‘আমার বাড়ি মসজিদের পাশে হোক এটা আমাকে আনন্দ দেয় না। আমি চাই, পায়ে হেঁটে মসজিদে আসি এবং পায়ে হেঁটে পরিবারের নিকট ফিরে যাই। যেন আমি আসা-যাওয়ার সাওয়াবপ্রাপ্ত হই।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘আল্লাহ তাআলা তোমাকে উভয়টাই দেবেন’।”

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে— *إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ* “তুমি যেমন কামনা কর, তেমন পাবে।”^{৫২}

৫১. সহীহ মুসলিম: ৬৬৬

৫২. সহীহ মুসলিম: ৬৬৩

- চতুর্থ ফযীলত: পায়ে হেঁটে মসজিদে গেলে পাপরাশি মোচন করা হয়। আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟
قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ
الْحُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكَ
الرِّبَاطُ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ

“আমি কি তোমাদের এমন কাজের সংবাদ দেবো না, যার মাধ্যমে তোমাদের পাপরাশি মোচন করা হবে এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে? উপস্থিত লোকেরা বলল, অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ভালোভাবে ওযু করবে, দীর্ঘ পথ চলে মসজিদে গমন করবে, এক নামাজের পর অপর নামাজের জন্য অপেক্ষা করবে; এর দ্বারা তোমাদের পাপরাশি মোচন করা হবে এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এটাই হলো রিবাত, এটাই হলো রিবাত (সংযোগ স্থাপনকারী)।”^{৫০}

محو الخطايا বা পাপরাশি মোচন করার অর্থ হলো, গুনাহ ক্ষমা করা হবে। হতে পারে আমলনামা থেকেই একেবারে মিটিয়ে দেওয়া হবে। رفع الدرجات তথা মর্যাদা বৃদ্ধির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জান্নাতের উচ্চ স্তরে স্থান হবে। إيسباغ الوضوء দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পরিপূর্ণরূপে ওযু করা। المكارهِ হলো, প্রচণ্ড ঠান্ডা, শরীরের ব্যথা ইত্যাদি। كثرة الخطا তথা মসজিদ থেকে বাড়ি দূরে হওয়া এবং দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়া।

- পঞ্চম ফযীলত: যে ব্যক্তি নিয়মিত মসজিদে যাতায়াত করবে, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তার মেহমানদারির ব্যবস্থা করবেন। আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نَزْلاً، كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ

“যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল নিয়মিত মসজিদে যাতায়াত করবে, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তার জন্য সকাল-বিকাল মেহমানদারির ব্যবস্থা করবেন।”^{৫৪}

গদা শব্দটির মূল অর্থ সকালে গমন করা। راح শব্দের মূল অর্থ সন্ধ্যায় ফিরে আসা। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এ শব্দদুটি যাওয়া-আসা অর্থে ব্যবহার করা শুরু হয়। أَعَدَّ অর্থ হিয়া বা প্রস্তুত করা। আর النزল হলো, মেহমান আসার পরে তার সম্মানার্থে তৈরিকৃত খাবার। আর আল্লাহর মেহেরবানিতে এ মেহমানদারি সকাল-সন্ধ্যায় চলতে থাকবে।

- ষষ্ঠ ফযীলত: ওযু করে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করার জন্য বের হলে ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত নফল নামাজের সাওয়াব হতে থাকে। আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ

“যখন তোমাদের কেউ বাড়ি থেকে ওযু করে মসজিদে আসে; বাড়িতে ফেরা পর্যন্ত সে নামাজের মধ্যে আছে বলে গণ্য হবে।”^{৫৫}

- সপ্তম ফযীলত: যে মুমিন অন্ধকারের মাঝে হেঁটে নামাজের জন্য মসজিদে যাবে, কিয়ামতের দিন তার পূর্ণ নূর হবে। বুরাইদা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ النَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“অন্ধকারে পায়ে হেঁটে মসজিদে গমনকারীদের কিয়ামতের দিনের পূর্ণ নূরের সুসংবাদ দাও।”^{৫৬}

৫৪. সহীহ মুসলিম: ৬৬৯

৫৫. সহীহ ইবনে খুযাইমাহ: ৪৩০

৫৬. সুনানে তিরমিযী: ২২৩; সুনানে আবু দাউদ

০৬. দৈনন্দিনের সুন্নাহসমূহ যত্নসহকারে পালন করা

নবীজি সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৈনন্দিন যে কাজ যেভাবে করেছেন, অথবা যেভাবে করার আদেশ করেছেন; সে কাজ সেভাবে করাটাই হলো সুন্নাহ। প্রত্যেক মুসলমানকেই পরিপূর্ণভাবে সুন্নাহের ওপর আমল করার প্রতি আগ্রহী হতে হবে। দৈনন্দিন প্রতিটি কাজ সুন্নাহতমাফিক করাই হলো, নবীজি সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি মহব্বত রাখা এবং তাঁকে ভালোবাসার প্রমাণ। সুতরাং যে ব্যক্তি প্রতিটি কাজ সুন্নাহতমাফিক করবে, বশ্বত সে ব্যক্তিই তো রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ভালোবাসার প্রকৃত দাবিদার। আল্লাহ তাআলা (তাঁর নবীকে সম্বোধন করে) বলেন- **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ** “বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস; তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।”^{৫৭}

‘দৈনন্দিনের সহশ্রাধিক সুন্নাহ’ নামে আমার লিখিত একটি ছোট কিতাব আছে, আমি সেখানে বর্ণনা করেছি, কীভাবে একজন মুসলিম স্বল্প সময়ে খুব সহজে দৈনিক এক হাজারেরও বেশি সুন্নাহ আদায় করতে পারেন।

* প্রতি মাসে জান্নাতের এক লাখ গাছের মালিক হোন

আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন? আপনি জান্নাতে মাসে এক লাখ গাছের মালিক হতে পারবেন, জান্নাতে আপনার জন্য এক লাখ গাছের চারা রোপণ করা হবে। ফলে বছরান্তে আপনি জান্নাতের বারো লাখ গাছের মালিক বনে যাবেন।

আপনি যদি চান, জান্নাতে আপনার জন্য মাসে এক লাখ গাছের চারা রোপণ হোক, তবে এ জন্য সহজ একটি কার্যবিবরণী হলো:

ক. ফরয নামাজের পরের তাসবীহগুলো আদায়ে যত্নবান হোন। তাসবীহগুলো হচ্ছে- ৩৩ বার **الْحَمْدُ لِلَّهِ**; ৩৩ বার **سُبْحَانَ اللَّهِ**; ৩৩ বার **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ**; একশ’র ঘর পূরণার্থে একবার **اللَّهُ أَكْبَرُ**

যেহেতু প্রত্যেক নামাজের
পরে ১০০ গাছ রোপিত হচ্ছে, ফলে দৈনিক ৫০০ গাছ রোপিত হবে।

খ. সকাল-সন্ধ্যার তাসবীহগুলোর ব্যাপারে যত্নশীল হোন। সকালে ১০০
বার ও বিকালে ১০০ বার **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ** পাঠ করুন। ফলে দৈনিক
আপনার জন্য ২০০ গাছ রোপিত হবে।

গ. দৈনিক ১০০ বার **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ**
পাঠের ক্ষেত্রে যত্নবান হোন।

ঘ. ঘুমানোর আগের তাসবীহগুলো আদায় করুন: ৩৩ বার **سُبْحَانَ اللَّهِ**;
৩৩ বার **اللَّهُ أَكْبَرُ** এবং ৩৪ বার **الْحَمْدُ لِلَّهِ**।

অধিকাংশ মানুষ প্রতিদিন দুবেলা ঘুমিয়ে থাকেন, ফলে দুবারের আমলে
২০০ গাছ জান্নাতে রোপিত হচ্ছে।

* এ সকল তাসবীহ আদায় করার মাধ্যমে এক দিনে রোপিত হচ্ছে এক
হাজার গাছ। ফলে মাস শেষে ত্রিশ হাজার গাছ প্রাপ্তি যুক্ত হবে।

ক. দৈনিক এক হাজার বার **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ** পাঠ
করুন। ফলে এক মাসে জান্নাতে আপনার জন্য রোপিত হবে ষাট হাজার
গাছ। কেননা, প্রতিদিন এ তাসবীহ আদায়ের মাধ্যমে আপনার জন্য
দুহাজার গাছ রোপিত হচ্ছে। কারণ, **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ** তে একটি গাছ
রোপণ করা হয় এবং **سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ** এ দ্বিতীয় আরেকটি গাছ রোপিত
হয়।

খ. প্রতিদিন ১০০ বার **سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ**
পাঠ করুন। ফলে মাসে (জান্নাতে) আপনার অর্জন হবে ১২ হাজার গাছ।
কেননা, প্রত্যেক কালিমার যিকিরে আপনার জন্য থাকছে একটি করে গাছ।

এই যিকিরগুলো গুরুত্বসহকারে নিয়মিত আদায় করলে এক মাসে জান্নাতে
এক লক্ষেরও বেশি গাছ রোপিত হবে। আর আল্লাহ তাআলা যাকে চান
আরও বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ তাআলা বড় অনুগ্রহশীল।

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْسًا، فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا الَّذِي
تَغْرِسُ؟ قُلْتُ: غَرْسًا لِي، قَالَ: أَلَا أَذُوكَ عَلَى غَرَائِمْ خَيْرٌ لَكَ مِنْ
هَذَا؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، يَغْرِسُ لَكَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ شَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ؟

আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, “একদিন আমি চারা গাছ রোপণ
করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
আমার পাশ দিয়ে গমন করছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—
‘আবু হুরাইরা, তুমি কী রোপণ করছ?’ আমি বললাম, চারা গাছ।
তিনি বললেন, ‘আমি কি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম গাছ রোপণ
সম্পর্কে অবহিত করব না?’ তিনি (আবু হুরাইরা রাযি.) বললেন,
অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম বললেন: ‘তুমি اللَّهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ’ বল, তোমার জন্য প্রত্যেকটি কালিমার বদলে জান্নাতে
একটি গাছ রোপণ করা হবে’।”^{৫৮}

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তরবীয়ত— সুবহানাল্লাহ।
কি সুন্দর শিক্ষা, কি সুন্দর তরবীয়ত! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরাম-কে দুনিয়াবি কাজে ব্যস্ত দেখতেন, তখন
তাদের অন্তরকে আখিরাতে সাথে সংযুক্ত করে দিতেন। তাদেরকে
দুনিয়াবিমুখ হওয়ার শিক্ষা দিতেন।

০৭. কিছুটা সময় রবের স্মরণে একান্ত আলাপনে কাটানো:

একজন মুসলিম সারাটা দিনই মানুষের ভিড়ে হারিয়ে থাকবে, মানুষের
সাথে আলাপ-আলোচনায় সময় কাটিয়ে দেবে— এমনটা একেবারেই
অনুচিত। এমন যদি অবস্থা হয়, তবে কখন সে মানুষটি নিজেকে সময়

দেবে? কখন সে নিজের সংশোধনে, আত্মা পবিত্রকরণে সময় ব্যয় করবে? তাই পরকালের প্রস্তুতি-পরিকল্পনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে- দৈনিক কিছু সময় একাকী নির্জনে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা। রবের স্মরণে একান্ত আলাপনে সময় কাটানো। রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। এক মনে এক ধ্যানে নিজের মুহাসাবা (হিসাব-নিকাশ) করা।

ভাই আমার, মানুষের ভিড় থেকে নিজেকে মুক্ত করে একাকী নির্জনে প্রভুর সান্নিধ্যে কিছুটা সময় কাটানোর জন্য একটা সময় নির্ধারণ করুন। এ সময়টা কেবল প্রভুর ও আপনার হবে। অন্য কারও তাতে হস্তক্ষেপের অধিকার থাকবে না। দৈনিক অন্তত দিনে একটি ঘণ্টা এবং রাতে একটি ঘণ্টা নির্ধারণ করুন।

মনে রাখবেন

একজন মুসলিম যখন দীনি-দুনিয়াবি কোনো উপকার ব্যতীতই অন্যের সাথে যত বেশি মেলামেশা করতে থাকে, তখন তার পরকালের প্রস্তুতি তত দুর্বল হতে থাকে।

* প্রতিটি মুহূর্তকে পরকালের পাথেয় সংগ্রহের কাজে ব্যয় করে সময়ের মূল্যায়ন করা

প্রতিটি মুসলমানের উচিত তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে গণীমত মনে করা, ইবাদতে কাজে লাগানো, আল্লাহর নৈকট্যলাভের জন্য ব্যয় করা। জীবনের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র সময়ও একজন মুসলিমের জন্য অমূল্য রতনস্বরূপ। তার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসই মূল্যবান। কোনো মূল্যেই একটি মুহূর্ত ফিরে পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমরা অনেকেই সময়কে খুব সস্তা মনে করি। একজন অপরজনকে গল্প-গুজবে আহ্বান করার মানেই হলো, **تعال نقتل الوقت** “এসো, আমরা জীবনকে নষ্ট করি।”

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন-

يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى - يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي

“সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু এই স্মরণ তার কি কাজে আসবে? সে বলবে- হায়, এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রে প্রেরণ করতাম!”^{৫৯}

ইমাম তাবারী রহ. বলেন- يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي - এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানকে জানিয়ে দিচ্ছেন- দুনিয়াতে অযথা সময় নষ্ট করা, নেক আমলে কমতি করার কারণে কিয়ামতের দিন তারা লজ্জিত হয়ে আফসোস করতে থাকবে। কারণ, এ ক্ষণস্থায়ী জীবনটা আখিরাতে অনন্ত সময়ের নেয়ামত প্রাপ্তির মাধ্যম। যে আখিরাতে কোনো শেষ নেই। সেদিন সে আফসোস করে করে বলবে, হায়, দুনিয়াতে অযথা সময় নষ্ট না করে যদি নেক আমল করতাম! যদি এই চিরস্থায়ী জীবনের জন্য কিছু পাথেয় পাঠাতাম! যদি জীবনটা আনুগত্য-ইবাদতে কাটাতাম; তবে আজ আল্লাহর ক্রোধ হতে তা আমায় বাঁচাত, তাঁর অসন্তুষ্টি আমার জন্য অবধারিত হতো না। হায়, আমি এ কী করলাম! এখানে তো মৃত্যুও নেই যে, মরে বেঁচে যাব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ،
وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ فِيهِ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ،
وَعَنْ جَسَمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ

“কিয়ামতের দিন কোনো বান্দার পদদ্বয় নড়বে না, যতক্ষণ না তাকে প্রশ্ন করা হবে- তার জীবনকাল কোন কাজে ব্যয় করেছে, তার ইলমকে সে কোন কাজে লাগিয়েছে, তার ধন-সম্পদ কোথা হতে উপার্জন করেছে আর কোথায় ব্যয় করেছে, তার শক্তি সে কোন কাজে ক্ষয় করেছে।”^{৬০}

৫৯. সূরা ফাজর: ২৩-২৪

৬০. সুনানে তিরমিযী: ২৪১৭, তিরমিযী রহ. এ হাদীসকে হাসান সাব্যস্ত করেছেন।

* একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা

সময়ই হলো জীবন। যে সময় নষ্ট করে, বস্তুত সে তার জীবনই নষ্ট করে। অচিরেই তাকে তার জীবন নষ্ট করার কারণে জিজ্ঞাসা করা হবে। অনেক মানুষই আছে, যারা নিজের জীবন সম্পর্কে বেখবর। তারা অযথা কাজে তাদের জীবন নষ্ট করে, যা দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের জন্য ক্ষতি ছাড়া কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না। ফলে কিছুটা সময় পর তার দুনিয়া-আখিরাতে ক্ষতিকর ফলাফলই দেখা যায়।

* গড়িমসি পরিহার করি

হাসান বসরী রহ. বলেন—

إِيَّاكَ وَالتَّسْوِيفَ ، فَإِنَّكَ بِيَوْمِكَ وَلَسْتَ بِغَدِكَ

“তুমি গড়িমসি করা থেকে বেঁচে থাক। আজকের কাজ কালকের জন্য রেখে দিয়ো না। কারণ, তুমি আজ আছ, কাল নাও থাকতে পার।”

হে মুসলিম ভাই, তুমি গড়িমসি করো না। আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে রেখো না। তুমি তো নিশ্চিত নও যে, তুমি কাল বেঁচে থাকবে কি না। যদি বেঁচেও থাক, তবে তুমি নিশ্চিত নও— কাল তোমার কোনো প্রতিবন্ধকতা আসবে কি না। তুমি অসুস্থও হতে পার, আসতে পারে তোমার অন্য কোনো ব্যস্ততাও; কিংবা আসতে পারে আকস্মিক কোনো বিপদ। সুতরাং সময়ের কাজ সময়ে করে নাও।

প্রতিদিনেরই নির্দিষ্ট কাজ থাকে। প্রতিটি মুহূর্তেই কাজ আসবে। তাই কোনো মুসলমানের জীবনে অবসর সময় বলতে কিছু থাকতে নেই। অবসর আসবে— ভাবতে নেই এমনটাও।

কোনো আমল বা কাজে গড়িমসি করা, সেই কাজ না হওয়ারই পথ তৈরি করে। সুতরাং সময়ের কাজ সময়ে করে ফেলো। কবি বলেছেন—

تَزُودُ مِنَ التَّقْوَى فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي إِنْ جَنَّ لَيْلٌ هَلْ تَعِيشُ إِلَى الْفَجْرِ

فكم من سليم مات من غير علة وكم من سقيم عاش حيناً من الدهر
وكم من فتى يمسي ويصبح آمناً وقد نُسجتْ أكفائه وهو لا يدري

‘যতটুকু সম্ভব হয় আজ, তাকওয়া অর্জন কর।

রাতে ঘুমালে সকালে ঘুম থেকে নাও উঠতে পার।

কত সুঠাম দেহধিকারী সুস্থ অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।

আবার কত অসুস্থ মানুষ যুগের পর যুগ বেঁচে রয়েছে।

কত যুবক সকাল-সন্ধ্যায় ঘুরে বেড়াচ্ছে আনমনে।

কিন্তু সে জানে না- তার কাফন তো বোনা হয়ে গেছে।’

ভাই আমার, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে ব্যয় করুন। অলসতা ও গড়িমসি ছেড়ে দিন। কত মানুষ আছে যারা গড়িমসি করতে করতেই তাদের মৃত্যু এসে গেছে! রবের আনুগত্য করার আর সুযোগ হলো কই। অলসতা-গড়িমসি শত্রুর ধারালো তলোয়ার- এ তলোয়ার রবের অনুগত হতে বাধা দেয়। তাই এ তলোয়ারে বধ হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচান।

* বাস্তবিক উদাহরণ:

কেউ যদি পরীক্ষার পূর্বে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি লক্ষ করে, তাহলে সে অবাক হয়ে দেখবে যে, তারা কীভাবে খাওয়া-দাওয়া বাদ দিয়ে, ঘুম-গোসল ছেড়ে দিয়ে শুধু পড়ছে আর পড়ছে। প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাচ্ছে। প্রয়োজনীয় কাজগুলো খুব দ্রুত সেরে আবার পড়ায় মন দিচ্ছে। বিনোদন, হাসি-তামাশা, গল্প-গুজবের কথা তো তখন তাদের মাথায় আসে না।

কিন্তু এর বিপরীতে দেখা যাবে- সেই লোকটিই-যে দুনিয়ার সামান্য পরীক্ষার জন্য সবকিছু পরিত্যাগ করেছিল, সে পরকালের মহাপরীক্ষার ব্যাপারে একেবারে উদাসীন। পরকালের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি না নিয়ে জীবনের সময়গুলো সে নষ্ট করে দিচ্ছে।

০৮. প্রত্যেক বাগান থেকে ফল সংগ্রহ করি

মুসলমান নিজেকে নির্দিষ্ট কোনো একটি ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখবে না। একটি ইবাদতই করতে থাকবে, অন্য সব ইবাদত পরিত্যাগের তালিকায় ফেলে রাখবে— এমনটা মুসলমানের জন্য শোভা পায় না। সে সব ধরনের ইবাদত করবে। ছোট থেকে বড়। ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর। উত্তম থেকে উন্নততর। যাতে করে কিয়ামতের দিন তার আমলনামায় সব ধরনের ইবাদতের অংশই জমা থাকে। তাই সকল ইবাদত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। উদাহরণত—

- দৈনিক কুরআন তিলাওয়াত করা।
- সব সময় আল্লাহর যিকির করা।
- বেশি বেশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দুরূদ পড়া।
- স্বল্প পরিমাণে হলেও কিয়ামুল লাইল আদায় করার প্রতি যত্নবান হওয়া।
- আল্লাহর রাহে জিহাদ, রিবাত, ইদাদের প্রতি যত্নবান হওয়া।
- প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোজা রাখা।
- সুন্নাতে মুয়াক্কাদাগুলো গুরুত্বসহকারে আদায় করা।
- সালাতুদ দুহা^{৬১} আদায় করা।
- ইলমে দীন শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া।
- মানুষকে আল্লাহ তাআলার প্রতি ডাকা।
- সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজে নিষেধ করার প্রতি আগ্রহী হওয়া।
- মানুষের নিকট দীনি কিতাবাদি, অডিও-ভিডিও পৌছে দেওয়া।
- আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখা ও তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা।

৬১. সালাতুদ দুহা দ্বারা ইশরাক ও চাশত উভয় নামাজই উদ্দেশ্য।

- মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ করা ও তাদের কল্যাণের জন্য দুআ করা।
- দান-সদাকা করা এবং মানুষের সাহায্য ও কল্যাণে এগিয়ে যাওয়া।
- সুল্লাত মোতাবেক জীবন পরিচালনা করার প্রতি যত্নবান হওয়া।

* কল্যাণের কতিপয় পথ নির্দেশ:

ইমাম নববী রহ. রিয়াযুস সালাহীন নামক কিতাবে ‘কল্যাণের পথসমূহ’ নামে একটি অধ্যায় এনেছেন, এতে তিনি উল্লেখ করেছেন—

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

“অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে।”^{৬২}

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ

“যে কোনো কল্যাণের কাজ করল, সে তা নিজের জন্যই করল।”^{৬৩}

ইমাম নববী রহ. এই অধ্যায়ে কিছু হাদীস এনেছেন, যা অধিক কল্যাণ অর্জন করার পথ নির্দেশ করে।

ক. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِيقٍ

“পুণ্যের কোনো কাজকেই তুমি তুচ্ছ মনে কোরো না। যদিও সেটা তোমার মুসলিম ভাইয়ের সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় মিলিত হওয়ার মতো আমলই হোক না কেন।”^{৬৪}

৬২. সূরা যিলযাল: ০৭

৬৩. সূরা ফুসসিলাত: ৪৬

৬৪. সহীহ মুসলিম: ২৬২৬

খ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْحَيَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ
الطَّرِيقِ كَأَنَّهُ لَوَادِي الْمُسْلِمِينَ

“আমি এক লোককে দেখলাম, জান্নাতে ঘোরাঘুরি করছে। তার জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম হচ্ছে, রাস্তার ওপর থেকে সে একটি গাছ কেটে সরিয়ে রেখেছিল, যেই গাছের কারণে মুসলমানদের রাস্তায় চলাচলে কষ্ট হতো।”^{৬৫}

গ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

“প্রত্যেক সৎকাজই সদাকা।”^{৬৬}

ঘ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ، فَيُحَمِّدَهُ عَلَيْهَا أَوْ
يَشْرِبَ الشَّرْبَةَ فَيُحَمِّدَهُ عَلَيْهَا

“নিশ্চয় আল্লাহ ঐ বান্দাকে পছন্দ করেন, যে খাবার খেয়ে বা পানীয় পান করে তাঁর শুকরিয়া আদায় করে।”^{৬৭}

* আবু বকর রাযি. সকল কল্যাণের কাজ একত্রিত করেছেন

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ
صَائِمًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَا، قَالَ: فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمْ

৬৫. সহীহ মুসলিম: ১৯১৪

৬৬. সহীহ বুখারী: ৬০২১; সহীহ মুসলিম: ১০০৫

৬৭. সহীহ মুসলিম: ২৭৩৪

الْيَوْمَ جَنَارًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَلَا، قَالَ: فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَلَا، قَالَ: فَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَلَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اجْتَمَعَنَ فِي أَمْرٍ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

“একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে রোজা রেখেছে? আবু বকর রাযি. বললেন, আমি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে জানাযায় শামিল হয়েছে? আবু বকর রাযি. বললেন, আমি। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আজ মিসকীনকে খাবার খাইয়েছে? আবু বকর রাযি. বললেন, আমি। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আজ রোগীর শুশ্রূষা করেছে? আবু বকর রাযি. বললেন, আমি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যার মধ্যে এ সকল বিষয় একত্রিত হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”৬৮

* আল্লাহকে পাওয়ার প্রতিটি পথ অবলম্বন করি

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেছেন, “আল্লাহ তাআলাকে পাওয়ার পথ একটাই, আর তা হলো প্রতিটি কাজে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে সন্তুষ্টি করা। আর আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার পথ অনেক এবং ভিন্ন ভিন্ন। আল্লাহকে পাওয়ার সকল পথই অবলম্বন করতে হবে। একটা পথ অবলম্বন করে বাকিগুলো পরিত্যাগ করা যাবে না। কিন্তু...

- কেউ কেউ ইলমে দীন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়াকে প্রাধান্য দেয়। এ মাধ্যম দ্বারা আল্লাহকে সন্তুষ্টি করতে সচেষ্ট হয়। সর্বদা শেখা-শেখানোকে আঁকড়ে থাকে। এক সময় এমনই করে তার জীবন শেষ হয়ে যায়। এভাবে সে অন্য ইবাদতের সাওয়াব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়।

- কেউ আল্লাহর যিকিরকে প্রধান আমল হিসেবে গ্রহণ করে। যিকিরকে পরকালের পুঁজি অর্জনের পথ হিসেবে গ্রহণ করে। অতঃপর যখন সে যিকির থেকে গাফেল থাকে বা স্বল্প পরিমাণে যিকির করে, তখন সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

- কেউ সালাত আদায় করাকে প্রধান আমল হিসেবে গ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে যখন সে সালাত আদায়ে সক্ষম হয় না বা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতে থাকতে সালাতের ওয়াক্ত চলে যায় কিংবা সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে গ্রন্থি নিতে নিতেই তার সময় শেষ হয়ে যায়, তখন সে সময় ফুরিয়ে ফেলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

- কেউ মানুষের উপকার করা, তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করাকে প্রধান আমল হিসেবে গ্রহণ করে। যেমন, কারও প্রয়োজন পূর্ণ করা, বিপদে সহায়তা করা, দুঃখের সঙ্গী হয়, বিভিন্ন সদাকা উত্তোলন ও প্রদান করে আল্লাহর নৈকট্য কামনা করে।

- কেউ নফল রোজা রাখাকে প্রধান আমল হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু রোজা তো সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত। সন্ধ্যার পর তো সে সাওয়াব অর্জনের তেমন কোনো আমল বাকি রাখে না।

- কেউ কুরআন তিলাওয়াতকে প্রধান আমল হিসেবে গ্রহণ করে। সর্বদা কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থেকে অন্য ইবাদত থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখে।

- কেউ আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকারকে প্রধান আমল হিসেবে গ্রহণ করে।

- কেউ হজ-উমরা আদায় করাকে প্রধান আমল হিসেবে গ্রহণ করে।

- কেউ নির্জনে আল্লাহর ধ্যান করাকে প্রধান আমল হিসেবে গ্রহণ করে। সর্বদা ধ্যান করতে থাকে অন্য ইবাদতকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

আল্লাহর পথের পথিক, আল্লাহর সম্ভৃতি-প্রত্যাশী আল্লাহকে সম্ভৃতি করার

সকল লখাই অবলম্বন করবে। আল্লাহকে সম্ভ্রষ্ট করার সকল ক্ষেত্রেই থাকবে তাঁর বিচরণ। সে আল্লাহকে সম্ভ্রষ্ট করার জন্য সকল ইবাদত করবে। আনুগত্য তাকে যেখানেই নিয়ে যাক, সেদিকে সে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে। আনুগত্য-আদেশের কারণে তাকে যেখানে যেতে হয়, সে সেখানে যাবে। যেখানে আল্লাহর ইবাদত করতে হবে, সেখানেই আপনি তাঁর পদচারণা লক্ষ্য করবেন। যদি ইবাদত ইলমের ক্ষেত্রে হতে হয়, তাকে আলেম ও তালেবে ইলমদের সাথে পাবেন। যদি আল্লাহর আনুগত্য তাকে জিহাদের আদেশ দেয়, তবে তাকে মুজাহিদদের কাতারে জিহাদের ময়দানে পাবেন। নামাজের সময় তাকে পাবেন নামাজরত বান্দাদের সাথে। যিকিরের সময় তাকে পাবেন যাকেরীনদের সাথে। সদাচরণের সময় তাকে সদাচরণকারীদের সাথে পাবেন। আল্লাহর ভালোবাসা, তাঁর ধ্যান, স্বীয় সমালোচনার সময় তাকে পাবেন আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশকারীদের সাথে। আপনি যদি তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোন ইবাদতটি করতে চাও? সে বলবে, আমি আমার রবের সকল আদেশ পালন করতে চাই। আমি একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর আদেশগুলো পালন করতে চাই। চাই তা যেখানেই হোক, যেভাবেই হোক। এ আনুগত্য ও ইবাদত আমাকে যেখানেই নিয়ে যাক। আমি শুধু ইবাদত করতে চাই। আমার একমাত্র আশ্রয়, আমি রবের ইবাদত করব, তাঁর আদেশকে কার্যে পরিণত করব। এবং তা প্রতিষ্ঠিত করব। আমার প্রাণ, আমার আত্মা, আমার হৃদয়, আমার শরীর, আমার সুখ-দুঃখ- সবই তাঁর জন্য সমর্পিত। আমি তো তাঁর নিকট মূল্য অর্পণ করেছি, এবার তাঁর কাছ থেকে বিনিয়ম পাবার অপেক্ষা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ

“নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে।”^{৬৯}

তিনি জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন। যে এটা বুঝেছে এবং কার্যে পরিণত করেছে, সেই-ই প্রকৃত সালেক। এবং

সেই ই আত্মাহুত আত্মালাল ইবাদতের অর্থ বুঝিয়ে। সর্বদা তাঁর মন আল-আলমের সোপানে থাকে, তাঁর চোখ শুভাতি থাকে সর্বদা অমৃত হওয়ার মন এ লক্ষ্যে। তাঁর মনে আত্মাহুত আত্মালাল বা তাঁর ঈদ কোরোবান, ঈদ কিছুই হলো থাকে না। তাঁর চোখ থাকে, আত্মাহুত মেকটি অর্জনে কল। একজন মান্না মন এ লক্ষ্যে চলে, আত্মাহুত তাঁর প্রতি দয়া করেন, তাঁর নিকট করে লেন, নির্বাচিত করেন, তাঁর অন্তরকে তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করান, তাঁর জীবনের এ দায়ের সকল কাজই একমাত্র আত্মাহুত জন্ম হয়ে যায়। তাঁকে তিনি উত্তম চরিত্র দান করেন। তাঁকে জামিয়ে লেন পিতা তাঁর আদরের পুত্রকে কীভাবে গড়ে তুলেন।^{১৩}

ক জামানি পরিবেশে থাকা

জামানি পরিবেশ মুসলমানকে তাঁর পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণে সহায়তা করে। তাই পরকালের কল্যাণ অর্জনে উত্তম ও মেককার লোকদের সঙ্গে হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হতে হবে, যাদের মাঝে আত্মাহুত স্মরণ করিয়ে দেবে ও তাঁর ইবাদতের ব্যাপারে উৎসাহিত করবে।

খারাপ ও মদকার লোকদের সাথে থাকা শুনাহের নিকটবর্তী করবে ও আত্মাহুত ইবাদত ও পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। অন্তর, মন-মস্তিষ্ক, এমনকি হোমার দেহকেও আত্মাহুত নাফরমানি ও দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করে দেবে।

আত্মাহুত সুবহানাছ ওয়া আত্মালা বসেন—

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ
أَغْفَلْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

"আলমি নিজেকে তাদের সংসর্গে রাখুন, যারা সকাল ও সন্ধ্যায়
তাদের পালনকারীকে তাঁর সম্ভ্রতি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে

এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে, তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। যার অন্তরকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি—যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার অনুগত্য করবেন না।” ৭১

শায়খ সা'দী রহ. বলেন, “এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর অনুসারীদের আদেশ করেছেন, তারা যেন সর্বাবস্থায় মুমিন এবং আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশকারী বান্দাদের সাথে থাকে।

{الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ} অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যায় ইবাদত করে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। তাই তাদেরকে এখানে ইবাদত ও ইখলাসের বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যবান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উত্তম লোকদের সঙ্গ গ্রহণ করতে, প্রবৃত্তির বিপরীতে গিয়ে তাদের সাথে থাকতে আদেশ করা হয়েছে। যদি তারা দরিদ্রও হয়, তবুও তাদের সান্নিধ্যে থাকার কথা বলা হয়েছে। কেননা, তাদের সুহবতে অনেক উপকারিতা। যা গণনা করা সম্ভব নয়।

{وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ} পার্থিব কোনো কারণে সালেহীন ও নেককারদের সুহবত ত্যাগ করবে না। তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখবে না।

{ثُرِيدُ زِينَةِ الدُّنْيَا} কারণ এতে কেবল ক্ষতিই রয়েছে। এ কারণে আখিরাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। এবং এটা অন্তরকে দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করিয়ে দেবে। ফলে তার চিন্তা-চেতনা সবকিছুই হয়ে যাবে দুনিয়া কেন্দ্রিক। অন্তর থেকে উঠে যাবে পরকালের আত্মহ-উদ্দীপনা। কেননা, দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতিই তার দৃষ্টি আটকে থাকবে এবং এর প্রতিই অন্তর আকৃষ্ট হবে। ফলে আল্লাহর যিকির থেকে অন্তর গাফেল হয়ে যাবে। সে আল্লাহর যিকিরের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হবে এবং দুনিয়ার তুচ্ছ ও নোংরা কামনা-বাসনার প্রতি তার মন আকৃষ্ট হয়ে থাকবে। সময় নষ্ট

করতে থাকবে অযথা হারাম কাজে। ফলে সে হবে চিরস্থায়ী লজ্জার পাত্র ও চির ক্ষতিগ্রস্ত। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন- {وَلَا تُطِيعُ مَنْ} (“আপনি তার অনুগত্য করবেন না, যার অন্তরকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি-যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে।”) যে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল থাকে, আল্লাহ তাআলাও তাঁর স্মরণ থেকে তাকে গাফেল করে রেখে তাকে শাস্তিতে নিপতিত করেন।

{وَاتَّبَعَ هَوَاهُ} অর্থাৎ তার মন যখন যা চায় তাই করে। মনের চাহিদা মেটানোর জন্য সে সর্বাত্মক চেষ্টা করে। যদিও সে জানে, এতে তার ক্ষতি ও ধ্বংস অনিবার্য। তবুও সে তার মনের চাহিদা মেটানোর পেছনেই ছুটে চলে। যেন সে তার মনের প্রবঞ্চনাকেই ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ
وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِّن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ

“আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশিকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনে-শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের ওপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে পথপ্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তাভাবনা কর না?”^{৭২}

{وَكَانَ أَمْرُهُ} অর্থাৎ তার দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের বিষয়গুলো হবে {فُرُطًا} নষ্ট, বাতিল। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাকে তাঁর ইবাদত করা থেকে বঞ্চিত করবেন। কেননা, আল্লাহর ইবাদত তার অনুসরণকে আবশ্যিক করে।

করতে থাকবে অযথা হারাম কাজে। ফলে সে হবে চিরস্থায়ী লজ্জার পাত্র ও চির ক্ষতিগ্রস্ত। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন- {وَلَا تُطِيعُ مَنْ} (“আপনি তার অনুগত্য করবেন না, যার অন্তরকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি-যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে।”) যে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল থাকে, আল্লাহ তাআলাও তাঁর স্মরণ থেকে তাকে গাফেল করে রেখে তাকে শাস্তিতে নিপতিত করেন।

{وَاتَّبَعَ هَوَاهُ} অর্থাৎ তার মন যখন যা চায় তাই করে। মনের চাহিদা মেটানোর জন্য সে সর্বাত্মক চেষ্টা করে। যদিও সে জানে, এতে তার ক্ষতি ও ধ্বংস অনিবার্য। তবুও সে তার মনের চাহিদা মেটানোর পেছনেই ছুটে চলে। যেন সে তার মনের প্রবঞ্চনাকেই ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ
وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِّن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا
تَذْكُرُونَ

“আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশিকে দীর্ঘ উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনে-শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের ওপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে পথপ্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তাভাবনা কর না?”^{৭২}

{وَكَانَ أَمْرُهُ} অর্থাৎ তার দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের বিষয়গুলো হবে {فُرُطًا} নষ্ট, বাতিল। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাকে তাঁর ইবাদত করা থেকে বঞ্চিত করবেন। কেননা, আল্লাহর ইবাদত তার অনুসরণকে আবশ্যিক করে।

হাযুয়াহ সাহায়াহ আলাইহি ওয়া সাহায়াহ বলেছেন—

الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَأَنْظِرْ أَخَذَكُمْ مِنْ خِيَالِ

"মানুষ তার বন্ধুর ধর্মের অনুসরণ করে থাকে। সুতরাং তোমাদের প্রতিজ্ঞা কেই যেন লক্ষ করে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।" ৭৩

অর্থাৎ বন্ধুত্ব করার পূর্বে প্রতিজ্ঞা যেন পর্যবেক্ষণ করে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করতে চাচ্ছে। সে যাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে চাচ্ছে, সে কি তার ধর্ম-বিশ্বাস ও তার আমল-আখলাকের ওপর সন্তুষ্ট? সে কি তা পছন্দ করে? যদি করে তবেই তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে। অন্যথায় তাকে পরিত্যাগ করবে।

বন্ধুই পারে একজন মানুষের বাস্তব অবস্থা, তার চরিত্র-চালচলন, এমনকি তার পুরো জীবনটাই পরিবর্তন করে দিতে। নেক বন্ধু যেমন একজন মানুষের জীবনকে পবিত্রতার দ্বাণে সুবাসিত করতে পারে, তেমনি একজন ধারাপ বন্ধু জীবনকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। এবাদে আছে: **الصاحب** "বন্ধু-ই বন্ধুকে টেনে নিয়ে যায়।" ভালো হলে ভালো পথে, আর ধারাপ হলে ধারাপ পথে।"

০৯. দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক কমানো

আখিরাতের জন্য প্রজ্ঞাতির আরেকটা মাধ্যম হচ্ছে, যথাসম্ভব দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক, দুনিয়াবি ব্যস্ততা এবং পার্থিব বিষয় নিয়ে চিন্তা-ফিকির কমিয়ে দেওয়া। যেন দুনিয়া ভাবনার প্রধান কারণ এবং জ্ঞানের একমাত্র দিক না হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

"তারা পার্থিব জীবন সম্পর্কে বেশ অবগত; কিন্তু পরকালের ব্যাপারে বেখবর।" ৭৪

৭৩. মুনায়ে আবু দাউদ: ৪৮৩৩

৭৪. মুরা কমা: ৩৬

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির রহ. বলেন- “অধিকাংশ মানুষই কেবল দুনিয়া সম্পর্কে বেশ অবহিত। কীভাবে দুনিয়া কামাবে, দুনিয়ায় উন্নতি করবে-এর প্রতিটা পথ ও প্রতিটা অলিগলি সম্পর্কে সে সदा সজাগ ও সदा অবগত থাকে। কিন্তু পরকাল সম্পর্কে থাকে একেবারেই গাফেল, পূর্ণ বেখবর। আখিরাতের জন্য কী উপকারী আর কী অপকারী, সে সম্বন্ধে তারা বড়ই অজ্ঞ। যেন অনুভূতিহীন মানুষ; যার কোনো কিছুই চিন্তা নেই।”

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন- তারা হলো কাফের। এদের চিন্তা-চেতনার পুরোটাই দুনিয়ার বসতি নিয়ে। দীনের বিষয়ে তারা জাহেল থাকে। আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে বলেন-

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا - وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

“বস্তুত তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।”^{৭৫}

শায়খ সা'দী রহ. বলেন, সকল দিক থেকেই দুনিয়ার চেয়ে আখিরাত উত্তম। আখিরাত চিরস্থায়ী এবং এর নেয়ামতরাজিও চিরস্থায়ী। আর দুনিয়া অস্থায়ী এবং তার সবকিছুই অস্থায়ী ও ক্ষণিকের। বুদ্ধিমান মুমিন কখনো খারাপকে ভালোর ওপর প্রাধান্য দিতে পারে না। চিরসুখের পরিবর্তে ক্ষণিকের আরাম-আয়েশকে প্রাধান্য দিতে পারে না। আখিরাতের ওপর দুনিয়ার ভালোবাসা এবং দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়াই হচ্ছে সকল অপরাধের মূল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন-

وَلَا تَمُدَّنْ عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

“আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেই সব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। আপনার পালনকর্তার দেওয়া রিযিক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।”^{৭৬}

৭৫. সূরা আ'লা: ১৬

৭৬. সূরা হিজর: ৮৮

শায়খ সা'দী রহ. বলেন, দুনিয়ার প্রতি মুগ্ধ হয়ে তা ধরার জন্য তোমার হাত প্রসারিত করো না। দুনিয়ার বিভিন্ন জিনিস যেমন মজাদার খাবার-পানীয়, সুন্দর সুন্দর পোশাক, জাঁকজমকপূর্ণ বাড়ি, রূপসী নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তুমি তাদের দিকে বারবার দৃষ্টি ফিরিও না। কারণ, এসব কিছুই হচ্ছে দুনিয়ার চাকচিক্য; যা নিয়ে প্রতারণিত লোকদের অন্তর উল্লাস করে। যার প্রতি মুগ্ধ হয়ে আখিরাতকে অবজ্ঞা করে জালিম ও অবাধ্যরা। এরপর খুব দ্রুতই এই চাকচিক্য চলে যায় এবং তার সবকিছু শেষ হয়ে যায়। তার প্রতি মুগ্ধ ও আকৃষ্ট লোকদের সর্বশান্ত করে দেয়, ছিনিয়ে নিয়ে যায় সবকিছু। এরপর তারা লজ্জিত হবে, যখন লজ্জা কোনো কাজে আসবে না। কিয়ামতের দিন তারা জানতে পারবে যে, কী নিয়ে তারা আনন্দ উল্লাস করেছে এবং কীসের পেছনে তারা ছুটেছে। অথচ আল্লাহ এগুলোকে বানিয়েছেন ফেতনা ও পরীক্ষার বস্তু হিসেবে। যাতে করে তিনি জানতে পারেন, কে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে প্রতারণিত হয় এবং কে উত্তম আমল করে সফল হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا -
وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا

“আমি পৃথিবীস্থ সবকিছুকে পৃথিবীর জন্য শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে। এবং তার ওপর যা কিছু রয়েছে, অবশ্যই তা আমি উদ্ভিদশূন্য মাটিতে পরিণত করে দেবো।” ৭৭

{وَرِزْقُ رَبِّكَ} - তোমার প্রতিপালকের রিযিক হলো— দুনিয়াতে ঈমান, ইলমে দীন, প্রকৃত নেক আমল; আর আখিরাতে আল্লাহ তাআলার নিকট চিরস্থায়ী জান্নাতের নিরাপদ জীবন। {خَيْرٌ} - দুনিয়ার সকল জিনিসের চেয়ে সবদিক থেকে উত্তম। {وَأَبْقَى} - চিরস্থায়ী। কেননা, তার খাবার ও ছায়া কখনোই শেষ হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন—

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا - وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

“বস্তুত তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।”^{৭৮}

হাদীস শরীফে এসেছে, ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ بِمَنْكِبِي، فَقَالَ: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ غَائِرٌ سَبِيلٍ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাঁধ ধরে বললেন, “দুনিয়াতে এমনভাবে থাক, যেন তুমি অপরিচিত অথবা মুসাফির।”^{৭৯}

ইবনে উমার রাযি. বলতেন-

إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ،
وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ

“তুমি যখন বিকেলে উপনীত হও, তখন সকালের আশা করো না। যখন সকালে উপনীত হও, তখন বিকেলের অপেক্ষা করো না। বরং তুমি তোমার সুস্থ অবস্থায় অসুস্থতার জন্য পাথের সংগ্রহ কর। জীবন থাকতে থাকতে পাথের সংগ্রহ কর মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য।”^{৮০}

মানুষ যত বেশি দুনিয়ার ব্যস্ততা পরিহার করবে, আখিরাতের জন্য তার প্রস্তুতি তত বাড়তে থাকবে।

৭৮. সূরা আ'লা: ১৬

৭৯. সহীহ বুখারী: ৬৪১৬

৮০. সহীহ বুখারী: ৬৪১৬

* একটি বাস্তব উদাহরণ

দশটা দোকানের মালিক আর একটা দোকানের মালিকের মধ্যে পার্থক্য অনেক। কোনো সন্দেহ নেই যে, যার দোকান মাত্র একটা, সে পরকালের প্রস্তুতি বেশি নিতে পারবে; কারণ দুনিয়ার সাথে তার সম্পর্ক কম। পক্ষান্তরে যার দশটা দোকান, সে দোকান সামলাতেই হিমশিম খাবে। কখন সে আখিরাতের প্রস্তুতি নেবে! তাই দুনিয়ার ব্যস্ততা মানে হলো আখিরাতের ক্ষতি।

১০. দুআ করা

পরকালের প্রস্তুতির আরেকটা ধাপ হলো, আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করা। মুসলিম তার প্রতিপালকের সামনে ভগ্ন হৃদয়ে কাকুতিমিনতি করে দুআ করবে, তাঁর কাছে হিদায়াত প্রার্থনা করবে, নেক আমলের তাওফীক চাইবে এবং নিজের জন্য আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের রাস্তাকে সহজ করে দেওয়ার জন্য দুআ করবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

“আর আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। আমি তো সন্নিহিতেই রয়েছি। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নিই। কাজেই তারা যেন আমার কথা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।”^{৮১}

শায়খ সাঈদী রহ. বলেন, আল্লাহর নৈকট্য দুই প্রকার:

ক. আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত। এ দিক থেকে সকলেই আল্লাহর নিকটে।

খ. বান্দার দুআ কবুল করা, তার প্রয়োজনে সহযোগিতা করা এক তাকে নেক আমলের আত্মীয়ক হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ বান্দার নিকটে।

যে বান্দা শরীয়তসম্মতভাবে এবং সত্য জদয় নিয়ে দুআ করবে, তার দুআ কবুল হওয়ার জন্য কোনো কিছু প্রতিবন্ধক থাকবে না। যেমন হারাম মাল ভক্ষণ এবং এতদসংশ্লিষ্ট কারণে দুআ কবুল বাধাপ্রাপ্ত হয়। যদি শরীয়তসম্মতভাবে চলা হয়, তবে তার জন্য আল্লাহর ওয়াদা হলো, তিনি তার দুআ কবুল করবেন। বিশেষ করে, যখন দুআ কবুলের শর্তগুলো ঠিক মতো পালন করা হবে। দুআ কবুলের শর্ত হলো:

ক. আল্লাহর অনুগত হওয়া।

খ. তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।

গ. দুআ কবুল হওয়ার বিশ্বাস রাখা।

এ শর্তগুলো পূরণ করে দুআ করলে তখন তার দুআ কবুল হবে, আল্লাহ তাআলা তার দুআ কবুল করবেনই। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন- **فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ** ("কাজেই তারা যেন আমার কথা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।") তার সৎপথ অর্জিত হবে। **رشد** তথা সৎপথ হলো, ঈমান ও সৎ আমলের প্রতি হিদায়াত প্রদান করা, বান্দা থেকে ঈমান ও নেক আমলের মোকাবেলায় আসা গোমরাহিকে দূর করা।

সহীহ মুসলিমে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দুআ পড়তেন-

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ
الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلْ
الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ

“হে আল্লাহ, আপনি আমার দীনকে সংশোধন করে দিন, যে দীনই আমার রক্ষাকবচ। আপনি আমার দুনিয়াকে সংশোধন করে দিন, যার মধ্যে আমার জীবন নির্বাহ করছি। আপনি আমার আখিরাতকে সংশোধন করে দিন, যা আমার প্রত্যাবর্তনস্থল। আপনি প্রতিটি কল্যাণের জন্য আমার হায়াতকে বাড়িয়ে দিন। অকল্যাণের চেয়ে মৃত্যুকে আমার জন্য আনন্দদায়ক করে দিন।”^{৮২}

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে—

وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ

“আপনি আমার আখিরাতকে সংশোধন করে দিন, যা আমার প্রত্যাবর্তনস্থল। আপনি প্রতিটি কল্যাণের জন্য আমার হায়াতকে বাড়িয়ে দিন।”

অর্থাৎ এই দুআর মাধ্যমে আপনি আল্লাহ তাআলার নিকট তাঁর পছন্দসই ও তাঁর সন্তুষ্টির আমলগুলো করার তাওফীক প্রার্থনা করবেন। আপনি তাওফীক প্রার্থনা করবেন যেন আপনার প্রতিটি দিন আল্লাহর নৈকট্যলাভের আমল করার দিক থেকে আরও সমৃদ্ধ হয়।

১১. সালাফে সালেহীনের জীবনী পড়া

মুসলিমদের জন্য পরকালের প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে আরেকটি সহায়ক মাধ্যম হলো, সালাফে সালেহীনের জীবনী পাঠ করা।

উম্মাহর পূর্বপুরুষগণ তথা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন—এক কথায় কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনাকারী সালাফের জীবনী পড়তে হবে। জানতে হবে, দুনিয়ার সাথে তাঁদের সম্পর্ক কেমন ছিল। কীভাবে তাঁরা দুনিয়া ত্যাগ করে আখিরাতকে গ্রহণ করেছেন। কীভাবে নেক আমলের মাধ্যমে আখিরাতের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। ঠিক

একইভাবে নিজেদেরকে গড়তে হবে।

আবু দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন—

إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمًا لَا يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِ

“কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে খারাপ মানুষ হবে, যে আলেম ইলম অনুযায়ী আমল করেনি।”^{৮৩}

সম্মানিত ভাই!

যখন কোনো বয়ান বা দারস শোনা হয় কিংবা কোনো কিতাব পড়া হয়, তখন কি আপনি সে মোতাবেক আমল করে থাকেন?

সালমান ফারসী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَكْثَرُ النَّاسِ ذُنُوبًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ كَلَامًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

“কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি পাপ নিয়ে উঠবে, যে বেশি বেশি আল্লাহর নাফরমানির কথা বলে।”^{৮৪}

হাসান বসরী রহ. বলেন, “হে আদম সন্তান, মানুষ তোমার মাঝে থাকা দোষের কথা বলবে। তুমি একটি ত্রুটি সংশোধন করা শুরু করে তা ঠিক করে নিলে, তখন তোমার আরেকটি দোষ ধরা পড়বে; যা তুমি এখনো সংশোধন করনি। আর যখন তুমি নিজেকে সংশোধন করতে থাকবে। তবে জেনে নাও, এমন বান্দারাই আল্লাহর অধিক প্রিয় হয়ে থাকে। আর এভাবে তুমি ঈমানের হাকীকত বুঝতে পারবে।”

হে মুসলিম ভাই, আমরা অন্যদের দোষ-ত্রুটি তালাশ করার ব্যাপারে খুব আগ্রহী। মজলিসে মজলিসে মানুষের সামনে অন্যের দোষ বলে আনন্দ পাই।

কিন্তু আমরা কি নিজেদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করতে চাই? আমরা কি কখনো আমাদের দোষগুলো খুঁজে দেখেছি? আমরা কি কাউকে নিজের

৮৩. আবু নাইম রহ. কৃত হিলইয়াতুল আওলিয়া: ১/২২৩

৮৪. হিলইয়াতুল আওলিয়া: ১/২০২

মধ্যে থাকা দোষ-ত্রুটি ধরিয়ে দিতে বলেছি? না কেউ আমাদেরকে এ নিয়ে নসীহত করলে আমরা তার ওপর ক্রুদ্ধ হই?

হাসান বসরী রহ. বলেছেন, প্রকৃত মুমিন তো সেই, যে আল্লাহর সম্মুখিকে সামনে রেখে আত্মসমালোচনা করে। কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির হিসাব সহজ হবে, যে দুনিয়াতে তার নিজের ভালো-মন্দ কাজের হিসাব করেছে। আর সে ব্যক্তির জন্য কিয়ামতের দিনের হিসাব কঠিন হবে, যে দুনিয়ায় থাকতে নিজের ভালো-মন্দ কাজের হিসাব করেনি।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর মজলিস ছিল আখিরাতের মজলিস। তিনি তার মজলিসে কখনো দুনিয়াবি কথা বলতেন না।

আপনার জন্য কিতাবটি

এ বিষয়ে আপনাকে ‘শায়খ আব্দুল মালেক আল কাসেম’ কৃত **أَيْنَ نَحْنُ** (আইনা নাহনু মিন হাউলায়ি) কিতাব সিরিজটি পড়ার নসীহত করব।

১২. আখিরাত ও তার ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা করা

আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যতম সহায়ক ভূমিকা পালন করবে, যখন একজন মুসলিম তার আখিরাতের পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা করবে। সে চিন্তা করবে ঐ সকল পরিস্থিতি নিয়ে, যা প্রতিটি মানুষের জীবনে অবশ্যই আসবে। সে চিন্তা করবে তার মৃত্যু নিয়ে। চিন্তা করবে দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া, আখিরাতে পাড়ি দেওয়া জীবন নিয়ে। চিন্তা করবে একদিন তাকে পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হতে হবে। কিয়ামতের সে দিনটি আসন্ন। সেদিন একা থাকতে হবে, কেউ পাশে থাকবে না। না পরিবার, না স্ত্রী, পুত্র, আপনজন কেউ সেদিন সঙ্গী হবে না। সেদিন না কোনো ধন-সম্পদ কাজে আসবে। না কাজে আসবে দুনিয়ার কোনো সম্পর্ক।

* আয়াতগুলো নিয়ে একটু ভেবে দেখি

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ - إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

“যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না। সেদিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহর নিকট আসবে বিতর্ক অস্তর নিয়ে।”^{৮৫}

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ ثَرَابًا

“যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে। এবং কাফের বলবে, হায়, আফসোস আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।”^{৮৬}

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত চিন্তা করা যে, আখিরাতের জন্য সে কী প্রেরণ করেছে। আল্লাহকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে খবর রাখেন।”^{৮৭}

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى - وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى - فَأَمَّا مَنْ طَغَى - وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا - فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى - وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى - فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

“যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে। এবং প্রত্যেক দর্শকের সামনে জাহান্নামকে প্রকাশ করা হবে। তখন যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন

৮৫. সূরা শুআরা: ৮৮-৮৯

৮৬. সূরা নাবা: ৪০

৮৭. সূরা হাশর: ১৮

করেছিল এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল, জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করত এবং খেয়াল-খুশি থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখত, জান্নাতই হবে তার ঠিকানা।”^{৮৮}

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ - وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ - وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ - لِكُلِّ
أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ - وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ - ضَاحِكَةٌ
مُسْتَبْشِرَةٌ - وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ غَافِرَةٌ - تَرَهَقَهَا قَتَرَةٌ - أُولَئِكَ هُمُ
الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ

“সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাইয়ের কাছ থেকে, তার মাতা, তার পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে। সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল। সহাস্য ও প্রফুল্ল। এবং সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে ধুলো ধূসরিত। কালিমা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। তারাই কাফের পাপিষ্ঠের দল।”^{৮৯}

أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ - لِيَوْمٍ عَظِيمٍ - يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

“তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে। সেই মহাদিবসে, যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব পালনকর্তার সামনে।”^{৯০}

وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى -
يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي - فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدٌ - وَلَا
يُوثِقُ وَثَاقُهُ أَحَدٌ

৮৮. সূরা নাযিআত: ৩৫-৪১

৮৯. সূরা আবাসা: ৩৪-৪২

৯০. সূরা মুতাকফিফীন: ৪-৬

"এবং সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে, সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু এই স্মরণ আর কী কাজে আসবে? সে বলবে- হায়, এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্নে প্রেরণ করতাম! সেদিন তাঁর (আল্লাহর) মতো শাস্তি কেউ দেবে না। এবং তাঁর বাঁধার মতো বাঁধবারও কেউ থাকবে না।"^{৯১}

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، أَطْلُبُ السَّمَاءَ وَحَقِّي لَهَا أَنْ تَنْطَ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعٍ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ. لَوْ عَلِمْتُمْ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَلَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ، وَلَخَرَجْتُمْ عَلَى، أَوْ إِلَى، الصُّعَدَاتِ تَحْجَارُونَ إِلَى اللَّهِ

"আমি এমন জিনিস দেখি, যা তোমরা দেখ না। এমন জিনিস শুনি, যা তোমরা শুনতে পাও না। আসমানকে গুটিয়ে নেওয়া হলো। আর সে তো গুটিয়ে যেতে বাধ্য। (আমি দেখলাম) সেখানে চার আঙুল পরিমাণও জায়গা নেই। যেখানে আল্লাহর জন্য সিজদাবনত ফেরেশতাগণের কপাল লাগেনি। আল্লাহর শপথ, আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে; তাহলে তোমরা কম হাসতে বেশি কাঁদতে। বিছানায় নারীর সঙ্গ উপভোগ করতে না। তোমরা পাহাড়ের দিকে চলে যেতে এবং আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে।"^{৯২}

* জাহান্নামের সবচেয়ে সহজ আযাব

নু'মান ইবনে বাশীর রাযি, থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন-

৯১, সূরা ফজর: ২৩-২৬

৯২, মুসলীমে আহমাদ: ২১৫১৬; সুন্নে তিরমিযী: ২৩১২

إِنَّ أَهْلَ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَرَجُلٌ تُوَضَّعُ فِي أَخْمَصِ
قَدَمَيْهِ جَمْرَةٌ يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ مَا يَرَى، أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا،
وَأَنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا

“নিশ্চয় কিয়ামতের দিন সবচেয়ে সহজ ও নিম্নমানের আযাব হবে এমন ব্যক্তির, যার দুই পায়ে আগুনের জুতা পরিয়ে দেওয়া হবে। যার কারণে তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে। আর সে মনে করবে, তার চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কাউকে দেওয়া হয়নি। অথচ সেটাই হলো সবচেয়ে লঘু শাস্তি।”^{৯৩}

* জাহান্নামের গভীরতা

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ : تَذَرُونَ مَا هَذَا؟
قَالَ: قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مِنْذُ
سَبْعِينَ خَرِيفًا، فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الْآنَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا
فَسَمِعْتُمْ وَجِبَتَهَا

“আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথেই ছিলাম। তখন তিনি কোনো কিছুর পতন-আওয়াজ শুনতে পেলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান এটা কীসের আওয়াজ? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, এটা একটা পাথর, যা জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল সত্তর বছর আগে আর তা এখন জাহান্নামের তলদেশে গিয়ে ঠেকল। আর তোমরা এখন তার পতন-আওয়াজ শুনলে।”^{৯৪}

৯৩. সহীহ বুখারী: ৬৫৬১; সহীহ মুসলিম: ২১৩

৯৪. সহীহ মুসলিম: ২৮৪৪

إِنَّ أَهْلَ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَرَجُلٌ تُوَضَّعُ فِي أَخْمَصِ
قَدَمَيْهِ جَمْرَةٌ يَغْلِي مِنْهَا دِمَاعُهُ مَا يَرَى، أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا،
وَأَنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا

“নিশ্চয় কিয়ামতের দিন সবচেয়ে সহজ ও নিম্নমানের আযাব হবে এমন ব্যক্তির, যার দুই পায়ে আগুনের জুতা পরিয়ে দেওয়া হবে। যার কারণে তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে। আর সে মনে করবে, তার চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কাউকে দেওয়া হয়নি। অথচ সেটাই হলো সবচেয়ে লঘু শাস্তি।”^{৯৩}

* জাহান্নামের গভীরতা

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ : تَذَرُونَ مَا هَذَا؟
قَالَ: قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مِنْذُ
سَبْعِينَ خَرِيفًا، فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الْآنَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا
فَسَمِعْتُمْ وَجِبَتَهَا

“আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথেই ছিলাম। তখন তিনি কোনো কিছুর পতন-আওয়াজ শুনতে পেলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান এটা কীসের আওয়াজ? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, এটা একটা পাথর, যা জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল সত্তর বছর আগে আর তা এখন জাহান্নামের তলদেশে গিয়ে ঠেকল। আর তোমরা এখন তার পতন-আওয়াজ শুনলে।”^{৯৪}

৯৩. সহীহ বুখারী: ৬৫৬১; সহীহ মুসলিম: ২১৩

৯৪. সহীহ মুসলিম: ২৮৪৪

* জাহান্নামের আযাবের ভয়াবহতা

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً، قَالَ: فَضَّلْتُ عَلَيْهِنَ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ
مِثْلُ حَرِّهَا

“তোমাদের আগুন (তোমরা যে আগুন দেখ) জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। তখন বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল, দুনিয়ার আগুনই তো পাপীর জন্য যথেষ্ট ছিল। তিনি বললেন, এ আগুনকে আরও নিরানব্বই গুণ বৃদ্ধি করা হবে, প্রত্যেক অংশের উত্তাপই সমান হবে।”^{৯৫}

■ জাহান্নামের আযাবের কথা জানার পর আপনার হৃদয় কি একটু হলেও কেঁপে উঠেছে?

- মৃত্যু ও তার যন্ত্রণা।
- কবর ও তার অন্ধকার।
- কিয়ামতের দিন ও তার ভয়াবহ পরিস্থিতি।
- হিসাব-নিকাশ ও সে সময়ের আফসোস।
- মিজান ও তার সূক্ষ্মতা।
- পুলসিরাত ও তার তীক্ষ্ণতা।
- আল্লাহ তাআলার সামনে দণ্ডায়মান হওয়া এবং তাঁর বড়ত্ব।
- জাহান্নামের আযাব ও তার ভয়াবহতা।

না আপনার অন্তর এমন শক্ত ও কঠিন হয়ে গেছে যে, এ সকল কথাকে কিছুই মনে হয় না? এ সকল বর্ণনা আপনার অন্তরকে একটুও নাড়া দেয় না! এ সব আপনি বেমালুম হজম করে যান! আপনার জীবনের চলাফেরা, আমল-আখলাকে কোনো পরিবর্তন আনে না। তাহলে জেনে রাখুন, আপনার অন্তর শক্ত পাথর হয়ে গেছে; আপনার অন্তর মরে গেছে। আল্লাহ পানাহ। لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

* আদম সন্তানের বিষয়টা সত্যিই আশ্চর্যজনক

দুনিয়ার রাজা-বাদশা, এমনকি সামান্য ক্ষমতাধরের সাথে দেখা করতে গেলেও সে কত প্রস্তুতি গ্রহণ করে, কত যে সতর্কতার সাথে পা বাড়ায়, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কিন্তু যিনি রাজাধিরাজ আসমান-জমিনের প্রতিপালক, তাঁর নিকট যাওয়া ও তাঁর সামনে দাঁড়াতে হবে, সে জন্য কোনো ধরনের প্রস্তুতি নেই! নেই কোনো সতর্কতা!

আমার ভাই!

তুমি কি জান্নাতে যেতে চাও? তোমার কি জান্নাতের প্রতি আশ্রহ আছে? তুমি কি জানো, আল্লাহ জান্নাতে কত ধরনের নেয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছেন? তুমি কি জানো, জান্নাতের হুর কেমন? জান্নাতের প্রাসাদ, জান্নাতের গাছপালা, বাগ-বাগিচা, জান্নাতের নদী কেমন?...

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“এবং তথায় রয়েছে এমন সব বস্তু, যা মনে চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।”^{৯৬}

শায়খ সা'দী রাযি. বলেছেন—

“জান্নাতে রয়েছে {مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ} এই বাক্যটি ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ অর্থ বহনকারী বাক্য। এখানে বুঝানো হয়েছে যে, সকল ভোগ্য-বস্তু,

আনন্দ, চোখ জুড়ানো, মন ভুলানো সকল কিছু— মনের চাহিদামাফিক সকল বস্তু এখানে পাওয়া যাবে। চাই তা হোক খাদ্য বা পানীয় কিংবা পোশাক-আশাক, চোখের প্রশান্তি, জৈবিক চাহিদা পূরণ, নয়নাভিরাম দৃশ্য, গাছপালা, সজ্জিত-সুশোভিত নেয়ামতরাজি। সবই অর্জিত হবে এখানে। এ সবই জান্নাতিদের জন্য প্রস্তুত। সুন্দর করে, উত্তমভাবে। সবই প্রস্তুত, চাই শুধু জান্নাতি হওয়ার প্রস্তুতি, পরকালের প্রস্তুতি।”

* জান্নাতের নেয়ামতের ঝলক পরিমাণও কারও কল্পনায় আসেনি

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন— আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا
خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ فَاقْرَءُوا إِن شِئْتُمْ: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ
لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“আমি আমার নেককার বান্দার জন্য এমন জিনিস প্রস্তুত করে রেখেছি যা কোনো চোখ দেখেনি। কোনো কান শোনেনি। কোনো মানব হৃদয়ে যার ভাব উদয় হয়নি। যদি তোমরা চাও, তবে পাঠ কর— ‘কেউই জানে না, তাদের জন্য চোখ জুড়ানো নয়নাভিরাম কী কী প্রতিদান লুকায়িত রয়েছে। তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ।’^{১৭} ১৮

* জান্নাতবাসীদের সৌন্দর্য সবকিছুর মধ্যেই রয়েছে

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ،

১৭. সূরা সাজদাহ: ১৭

১৮. সহীহ বুখারী: ৩২৪৪; সহীহ মুসলিম: ২৮২৪

ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كُؤُوبٍ ذُرِّيٌّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً لَا
يَبُولُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتَفَلُّونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ أَمْشَاطَهُمْ
الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلْوَةُ الْأَنْجُوجُ عُودُ الطَّيِّبِ
وَأَزْوَاجُهُمُ الْخُورُ الْعَيْنُ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ
سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ

“সর্বপ্রথমে যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের মুখমণ্ডল হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল। তাদের পর যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের মুখমণ্ডল হবে আকাশে উদিত আলোকজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বলতায় পূর্ণ। তারা প্রস্রাব-পায়খানা করবে না, থুথু ফেলবে না এবং নাক ঝাড়বে না। তাদের চিরুনি হবে স্বর্ণের। তাদের গায়ের ঘাম থেকে মেশকের ঘ্রাণ আসবে। তাদের ধূপদান হবে আলুওয়াহ নামক সুগন্ধি কাঠের তৈরি। তাদের স্ত্রীগণ হবে ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুরুল ইন। তাদের শারীরিক গঠন হবে একই ব্যক্তির ন্যায়, তাদের আকৃতি হবে তাদের পিতা আদাম আ.-এর গঠন ও আকৃতির ন্যায় ষাট হাতবিশিষ্ট।”^{৯৯}

* জান্নাতের তাঁবু

আবু মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لَوْلُؤَةٍ، وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ طُولُهَا سِتُّونَ
مِيلًا لِلْمُؤْمِنِينَ فِيهَا أَهْلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُونَ، فَلَا يَرَى
بَعْضُهُمْ بَعْضًا

“জান্নাতে মুমিনের জন্য ষাট মাইল উঁচু মুক্তার তাঁবু থাকবে। সেখানে মুমিনের পরিবার থাকবে। মুমিন তাদের সকলের কাছে

যাওয়া-আসা করবে; কিন্তু বৃহৎ তাঁবু হওয়ার সুবাদে একে
অপরকে তারা দেখতে পাবে না।”^{১০০}

* জান্নাতের গাছপালা

আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّكَّابُ الْجَوَادَ الْمُضْمَرَّ السَّرِيعَ مِائَةَ
سَنَةٍ مَا يَقْطَعُهَا

“জান্নাতের একটি গাছের নিচ দিয়ে কোনো অশ্বারোহী
ভালোজাতের দ্রুতগামী ঘোড়া নিয়ে একশ’ বছর ভ্রমণ করেও
শেষ করতে পারবে না।”^{১০১}

* জান্নাতের নেয়ামতের বর্ণনা

আবু সাঈদ খুদরী এবং আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يُنَادِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا، فَلَا
تَمُوتُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا، فَلَا تَسْقُمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ
أَنْ تَشَبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا، فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا

“জান্নাতবাসীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন এক
আহ্বানকারী আহ্বান করে বলবে, তোমরা এখানে চিরজীবন
বেঁচে থাকবে, কখনোই মৃত্যুবরণ করবে না। তোমরা সুস্থ থা
কবে, কখনোই অসুস্থ হবে না। তোমাদের যৌবন অটুট থাকবে,
কখনোই তোমরা বৃদ্ধ হবে না। তোমরা এখানে সর্বদা নেয়ামত
পেতে থাকবে, কখনোই বঞ্চিত হবে না।”^{১০২}

১০০. সহীহ বুখারী: ৪৮৮০; সহীহ মুসলিম: ২৮৩৮

১০১. সহীহ মুসলিম: ২৮২৮

১০২. সহীহ মুসলিম

* জাহ্নাতের সবচেয়ে বড় নেয়ামত

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرُ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ
الْبَذْرِ وَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا
تُضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ

“আমরা একবার পূর্ণিমার রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। তিনি চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা যেমন এই চাঁদকে স্পষ্ট দেখছ, তেমনি তোমরা আল্লাহ তাআলাকে দেখবে। তোমরা কোনরূপ ভিড়-ভাটা ছাড়াই সুস্থিরভাবে তাঁকে দেখতে পাবে।”^{১০৩}

* পরামর্শ রইল আপনার প্রতি

সন্তাহে-মাসে উত্তম নসীহত, কিয়ামতের আলোচনা, আখিরাত, জাহ্নাত, জাহান্নামের আলোচনা-সম্বলিত কোনো কিতাব পড়ুন। এ সংক্রান্ত কোনো ব্যান বা নসীহতের অডিও শুনুন। যেন মনের মধ্যে সর্বদাই আখিরাতের ভয় ও আশা জাগ্রত থাকে। সর্বদা আল্লাহর নাফরমানি থেকে সতর্ক থাকা যায়। যেন আখিরাতের প্রস্তুতি নেওয়া যায় সর্বোত্তমভাবে।

■ যে সকল কিতাব অধ্যয়নের পরামর্শ দেবো-

ড. উমার আশকার কর্তৃক বিরচিত:

০১. اليوم الآخر: القيامة الصغرى (আল ইয়াওমুল আখির: আল ফিয়ামাতুস সুগরা - শেষ দিবস: ছোট কিয়ামত)

০২. اليوم الآخر: القيامة الكبرى (আল ইয়াওমুল আখির: আল ফিয়ামাতুল কুবরা - শেষ দিবস: বড় কিয়ামত)

■ যে সকল বয়ান অবশ্যই শুনবেন—

শাইখ খালিদ আর রাশেদ-এর নিম্নোক্ত শিরোনামের বয়ানগুলো:

০১. لمن كان له قلب (লিমান কানা লাহু ক্বালব)

০২. سفينة النجاة (সাফিনাতুল নাজাত)

০৩. قوافل العائدين و قوافل العائدات (ক্বাওয়াফিলুল আয়িদ্দীন ওয়া ক্বাওয়াফিলুল আয়িদাত)

০৪. الملتقى الجنة (আল মুলতাক্বিল জান্নাহ)

০৫. مفرق الجماعات (মাফরাক্বুল জামাআত)



পরিশিষ্ট

ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

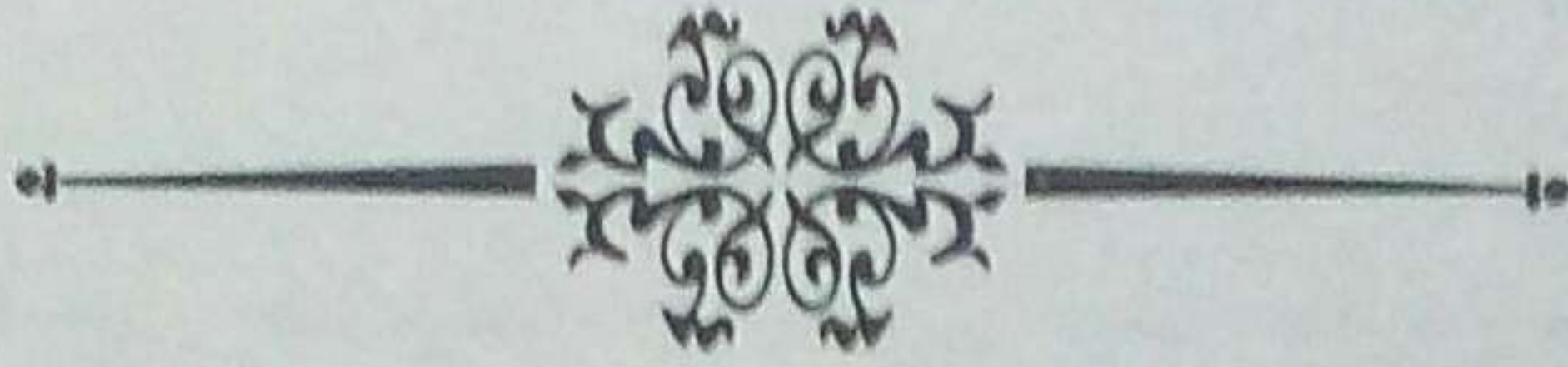
قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى
يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মজলিস শেষ করে উঠতেন, তখন নিম্নের দুআগুলো পড়তেন-

اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ
طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا
مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَقُوتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ
الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا
وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمًّا وَلَا مَبْلَغَ
عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا

“হে আল্লাহ, আমাদেরকে তোমার ভীতি বিতরণ কর, যার দ্বারা তুমি আমাদের ও তোমার অবাধ্যচরণের মাঝে অন্তরাল সৃষ্টি কর। আমাদেরকে তোমার আনুগত্য বিতরণ কর, যার দ্বারা তুমি আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছাও। আমাদেরকে এমন প্রত্যয় বিতরণ কর, যার দ্বারা তুমি আমাদের ওপর দুনিয়ার বিপদসমূহকে সহজ করে দাও। হে আল্লাহ, তুমি আমাদের কর্ণ, চক্ষু ও শক্তি দ্বারা যতদিন আমাদেরকে জীবিত রাখ, ততদিন আমাদেরকে উপকৃত কর এবং আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত এ উপকারের ধারা অবশিষ্ট রাখ। যারা আমাদের ওপর অত্যাচার করেছে, তাদের নিকট হতে প্রতিশোধ নাও। যারা আমাদের সাথে শত্রুতা

করছে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। আমাদের দীনে আমাদেরকে বিপদাপতিত করো না। দুনিয়াকে আমাদের বৃহত্তম চিন্তার বিষয় এবং আমাদের জ্ঞানের শেষ সীমা করো না। আর যারা আমাদের ওপর রহম করে না, তাদেরকে আমাদের ওপরে চাপিয়ে দিয়ো না।”^{১০৪}



১০৪. সুনানে তিরমিযী: ৩৫০২, হাদীসটি হাসান।

অনুবাদকের কথা...

প্রতিটি মানুষই চায় সুখ-শান্তি-সফলতা। কিন্তু মানুষ ভুল করে, সুখ-শান্তি-সফলতা বলতে অনেকেই কেবল পার্থিব জীবনের আরাম-আয়েশ আর স্বাচ্ছন্দ্যকেই বুঝে থাকে। এজন্যই দেখা যায়, দুনিয়ার জন্য তাদের এত এত পরিশ্রম-প্রচেষ্টা। সুন্দর বাড়ি-গাড়ি-নারী- এসবের জন্যই যেন এ জীবন! পার্থিব জীবনের উন্নতি-অবনতি নিয়ে তারা অনেক অঙ্ক কষে! ক্ষণিকের ভোগসামগ্রী উপার্জনের জন্য চলে কত হিসাব-নিকাশ আর প্ল্যান-পরিকল্পনা! কিন্তু পরকালের চিরস্থায়ী জীবন?! তা নিয়ে কি তাদের ভাবনার ফুরসত মিলে?

বস্তুত, পরকালের জীবনই আসল ও চিরস্থায়ী জীবন। পরকালের সুখ-শান্তি-সফলতাই প্রকৃত সুখ-শান্তি-সফলতা। বুদ্ধিমান তো তারাই, যারা সে-ই অনন্ত-অসীম চিরস্থায়ী জীবনের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করে। দুনিয়াতে থাকতেই গ্রহণ করে পরকালের প্রস্তুতি। আমরা যেন পরকালের প্রস্তুতি সম্পর্কে সচেতন হই, এ লক্ষ্যেই রুহামার এবারের এ আয়োজন...

-হাসান মাসরুর

দুনিয়া, ক্ষণিকের সফর... । এর থেকে বিদায় অনিবার্য; তবুও এর জন্য মানুষের কত কী আয়োজন! চাহিদার শেষ নেই, ইতি নেই স্বপ্নের । নিজের ঝোলা ভর্তির জন্য মানুষের কত যে ঘাম ঝরছে! কেউ ঝরাচ্ছে রক্ত! সবাই তো এ কথা বিশ্বাস করে, প্রত্যেকেই আশ্বাদন করবে মৃত্যুর স্বাদ । সবকিছু ছেড়েই যেতে হবে ওপারে । তবুও মানুষ ব্যস্ত এপারের ভোগবিলাসের উপায়-উপকরণ নিয়ে । ওপারের পাথেয় জোগাড়ের সময় কই!

হে দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন মানুষ, এবার একটু ক্ষান্ত হও । তোমার দুনিয়ার পুঁজি তো দিনদিনই সমৃদ্ধ হচ্ছে । কিন্তু পরকালের পুঁজির খবর কী? তা কি বরাবরই উপেক্ষিত থাকবে!? আর কত সময় নষ্ট করবে পার্থিব ভোগবিলাসের পেছনে? তবে কখন তোমার সময় হবে পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণের!?

